

#blue_mafia_king (👑)

#পাটঃ১

#লেখকঃnil meheraj (dada)

|

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে একটা পাতলা কালো রংয়ের
ফুলহাতা শার্ট আর একটা মাটি কালারের টিলা প্যান্ট পড়ে চলে
আসলাম ভাসিটি তে।

আগে থেকেই একটা অভিজ্ঞতা ছিলো যে ভাসিটি বা কলেজে প্রথম
দিন গেলে নাকি রেগিং বা জার্গ দেয়।

তাই আমি এগুলো থেকে বাচতে সকাল সকাল ভাসিটিতে চলে
আসলাম। এসে সোজা ক্লাসে গেলাম

|

ক্লাসে বসে বসে স্যারের লেকচারটা শুনছিলাম এমন সময় কোথা
থেকে একটা ছেলে চলে আসলো আমাদের ক্লাসে। এসেই তো সে
একটা ছেলেকে তার কলার ধরে টানতে টানতে বাহিরে নিয়ে গেলো।
আর আমরা ক্লাসের সবাই তা দেখতে লাগলাম। কেউ কিছু বলছে
না। এমনকি ক্লাসের স্যার ও কিছু বলছে না। এটা দেখে আমার
পাশে বসা একটা ছেলেকে বললাম---

আমিঃ আচ্ছা ওই ছেলে টাকে কে আর কোথায় নিয়ে গেলো। আর
আপনারা সবাই চুপচাপ দেখছেন কেন।

কেউ কিছু বলছে না কেন।

ছেলেটাঃ আরে ভাই একটা একটা করে প্রশ্ন করো। এতো প্রশ্ন করলে
কোনটা রেখে কোন টা উত্তর আগে দিবো।

আমিঃ ভাই আপনি একটা একটা করেই উওওর দেন।

ছেলেটাঃ ওর না রাহি,ওকে এই কলেজের ছাত্রলীগের সভাপতি ডেকে নিয়ে গিয়েছে।

আমিঃ ওহহহ। এই ছেলেকে কেন ডেকে নিয়েছে।

ছেলেটাঃ মনে হয় আজকে রাহির ভুল্লা বানাবে।

আমিঃ কেন ভাই।

ছেলেটাঃ আরে সে সভাপতি রুমেল ভাই এর বিরুদ্ধে নির্বাচন করেছে ভাই।

আমিঃ ওওওওও। তাহলে তো রাহিরও লোকজন আছে।

ছেলেটাঃ হুমমম কিন্তু তারা এখন আর রাহির সাথে নেই। তারা রুমেল ভাই এর দলে চলে গেছে।

আমিঃ বুঝলাম তাহলে। আচ্ছা তোমার নাম কি।

ছেলেটাঃ আমি রাকিব। আর তোমার নাম কি।

আমিঃ নীল মেহেরাজ। আচ্ছা এখন কি বাহিরে গিয়ে দেখা যাবে কি হচ্ছে বাহিরে।

রাকিবঃ হুমমম চলো সবাই গেছে দেখতে আমরা থেকে কি করবো।

আমিঃ কিহহহ সবাই গেছে

রাকিবঃ হুমমমম।

আমিঃ (পিছনে তাকিয়ে দেখলাম আমি আর রাকিব ছাড়া আর কেউ নেই।)

|

তারপর চলে গেলাম মাঠে। মাঠের মধ্যে এখন সেই রকম ভীড়।

মনে হচ্ছে মেলা বসেছে। আমি আর রাকিব সেই ভিড়টা ঠেলে চলে

গেলাম ভিতরে মূল জায়গায়। যে রাহি কে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
গিয়ে দেখলাম একটা ছেলে হকি স্টিক দিয়ে রাহি নামের ছেলেটা
সেই লেভেলের ঝাড়ু দিতাছে।

তারপর রাহিকে মেরে সভাপতি সহ তা দলের ছেলে গুলো চলে
গেলো। কেউ রাহিকে ধরছে না।

আমিঃরা কিব রাহিকে তো সেই মারা মারল। রক্ত পরতেছে এখনি
হাসপাতালে নিতে হবে।

রা কিবঃ ভাই তুমি কলেজে নতুন ভাই না।

আমিঃহুমমম। টিসি নিয়ে এসে গত কাল ভর্তি হয়েছি।

রা কিবঃ তাহলে বেশি কথা না বলে চলো এখান থেকে।

আমিঃআরে রাহির কি হবে।

রা কিবঃ তা পরে এমনি দেখতে পাবে। এখন চলো এখান থেকে।

আমিঃ আরেরেরে,,,,,,

রা কিব আমাকে বলতে না দিয়ে হাত ধরে টেনে ক্লাসের ভিতরে নিয়ে
আসলো।আমি তাকে বলতে শুরু করলাম,,,,,,,,,,

আমিঃ আচ্ছা এই রাহি আর রুমেল ভাই এর মধ্যে কে ভালো।

রা কিবঃ এদের মধ্যে কেউ ভালো না। আজকে সুযোগ পেয়ে রুমেল
ভাই রাহিকে মারলো আবার একদিন সুযোগ পেলে রাহি রুমেল
ভাইকে মারবে।

আমিঃ ওওওও বুঝলাম।

রা কিবঃ আজকে আর ক্লাস হবে না চলো বাসার দিকে যাই।

আমিঃ আরে কেন ক্লাস হবে না।

রা কিবঃ এত কিছু হলো তা দেখে আর কে ক্লাস করবে আর কে

নিবে।

আমিঃওহহহ বুঝছি।আচ্ছা মারামারির সময় দেখলাম প্রিন্সিপাল সারও
সেখানে ছিলো কিন্তু সে কিছু বললনা কেন।

রাকিবঃ আরে ভাই তুমি কয়েক দিন ক্লাস করো তারপর সব বুঝতে
পারবা।

আমিঃ ওকে।

।

তারপর রাকিব ওর বাসার দিকে চলে গেলো। আর আমিও আমার
বাসার দিকে চলে আসতে লাগলাম। আসতে আসতে পরিচয় টা
দিয়েই দেই,আমি হলাম নীল মেহেরাজ বাসা বগুড়া।এবার অনার্স ২য়
তে ভর্তি হলাম আগের কলেজ হতে টিসি এই কলেজ এ ।

পরিচয় দিতে দিতে বাসায় এসে পৌছাইলাম।

তারপর হালকা খেয়ে ফোনটা বের করে বসলাম একটা চেয়ারে।

তারপর নতুন কিনে আনা সিমটা ফোনে ফরে।

।

চলবে,,,,,

।

প্রথম পার্টি তাই ছোট করে দিলাম

#মাফিয়া_কিং (👑)

#পাটঃ২

#লেখকঃnil meheraj (dada)

।

এবার অনার্স ২য় তে ভর্তি হলাম আগের ভাসিটি হতে টিসি নিয়ে

এই ভাসিটিতে।

পরিচয় দিতে দিতে বাসায় এসে পৌছাইলাম।

তারপর হালকা খেয়ে ফোনটা বের করে বসলাম একটা চেয়ারে।

তারপর নতুন কিনে আনা সিমটা ফোনে ভরে রাখলাম।

।

তারপর একটু ঘুমাতে গেলাম।

বিকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে বাহিরে। আজকে ২ দিন হয় এই এলাকাতে এসেছি। আগে যেখানে ছিলাম সেখানে আর থাকতে ভালো লাগে নি তাই চলে আসলাম এই শহরে। বাসা থেকে বের হয়ে চলে আসলাম বাসার পাশের চায়ের দোকানে। দোকানে গিয়ে কড়া করে একটা চা দিতে বললাম দোকান ওয়ালা চাচা কে। একটু পর একটা বাস্চা এসে চা দিয়ে গেলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম,,,,,,

আমিঃ কি ব্যাপার তুমি কেন চা নিয়ে এলে।

-

বাস্চা টাঃ আব্বা তো ওইদিকে ব্যাস্ত আছে তাই আমি লইয়া আসলাম।

-

আমিঃওহহহহ তা তুমি কি করো।

-

বাস্চা টাঃ আমি সকালে স্কুলে যাই আর বিকেলে আব্বারে সাহায্য করি।

-

আমিঃ ওহহ

।

তারপর চা খাচ্ছি এমন সময় দেখি রাকিব রাস্তা দিয়ে কই যেন যাচ্ছে। আমি ডাক দিলাম। তারপর সে হাটা বাদ দিয়ে আমার দিকে তাকালো। তারপর আমি তাকে আমার কাছে আসার জন্য

ইশারা করলাম। সে আমার কাছে আসলো,,,,,,,,,

রাকিবঃ তুমি এখানে কেন।

-

আমিঃ আরে আমি তো এই পাশ্চবর্তী এলাকায় থাকি

-

রাকিবঃ ওহহহহ।

-

আমিঃ তা কোথাও যাচ্ছিলে নাকি।

-

রাকিবঃ আরে না বিকাল হয়েছে তাই হাটে বের হলাম। আর তুমি।

-

আমিঃ আমিও একই কারনে বের হলাম। এই চাচা আর এক কাপ চা দিয়ে যান।

।

তারপর আবার সেই পিষ্টি টা এসে চা দিয়ে গেলো।

আমি আর রাকিব অনেক ফ্রন আড্ডা দিলাম। এর মধ্যে বন্ধুত্বও করে ফেলেছি। সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে আমরা যার যার বাসায় চলে আসলাম।

বাসায় এসে বসে বসে তারকারি কাটতে লাগলাম।

একা থাকি একটা ফ্লাট নিয়ে। আর এই শহরে নতুন আসায় কাজের লোকেরও খোজ এখনো নিতে পারি নি। আমাদের মতো যারা ব্যেচেলার তাদের সবচেয়ে প্রিয় খাবার হলো আলু ভর্তা আর ডিম ভাজি।

এই খাবার দুটো রান্না করে ফ্রেশ হয়ে এসে খেতে বসলাম(আপনারা আবার ভাইবেন না যে শুধু আলু ভর্তা আর ডিম ছাড়া কিছুই রান্না করতে পারি না। আমি কিন্তু প্রায় সব রান্নাই শিখেছি। বর্তমানে

অনেকের গল্পে দেখি যে বউ স্বামী কে দিয়ে রান্না করায় তাই আমিও শিখে নিয়েছি। না যানি আমার শাঁকচুল্লি বউ তাদের গল্প পরে কবে যে বলবে রান্না করে খাওয়াতে)। খেয়ে দেয়ে শুয়ে শুয়ে এফবি তে লগ-ইন করলাম।

।

সকালের দিকে রান্না করা খাবার খেয়ে চলে আসলাম ভাসিটি তে। হেটে হেটে গেট দিয়ে ডুকে মাঠের মাঝে দিয়ে আমাদের ক্লাস রুমে যাচ্ছি। এমন সময় কিছু ছেলে আমাকে আমাকে ডাক দিলো।
ছেলেটাঃ এই বাবু এই দিকে আসতো।

-

আমিঃ (আশে পাশে তাকিয়ে দেখলাম যে আশে পাশে কোনো বাচ্চা নাই। তাই আমি আবার হাটে শুরু করলাম।)

-

ছেলেটাঃ এই চশমিশ ফ্রুত এইদিকে আয়।

-

আমিঃ (এইবার বুঝতে পারলাম আমাকে ডাকছে। কারন আশে পাশে চশমা পড়া কেউ নেই।)

-

তারপর আমি তাদের কাছে গেলাম তারপর বলতে শুরু করলাম।
আমিঃ ভাইয়া আমাকে ডেকেছেন।

-

ছেলেটাঃ আন্দের ফকিল্লি তুই ছাড়া আর আশে পাশে কেউ কি চশমা পড়া আছে।

-

আমিঃ ভাইয়ারা আপনারা কি কিছু বলবেন।

-

আরেকজনঃ হুমম আমরা তোর সিনিয়র ভাই। আমাদের একটা কাজ

করে দিতে হবে এফুনি।

-

আমি: কি কাজ ভাইয়া।

-

প্রথমে জন: এই কাজটা নিয়ে ওই যে (একটা দোকান দেখিয়ে)
ওখানে গিয়ে দোকান দার কে কাগজটা দিবি।

-

আমি: আচ্ছা ভাইয়া আমি এখুনি দিয়ে আসতেছি।

-

আরেকজন:আরে মদনদা শুন কই চললি এত তারাতারি।

-

আমি: জি ভাই বলেন।

-

সে: কাজটা দিয়ে দোকানদার যা দিবে তা এখানে নিয়ে আসবি।আর
কাগজটা খুলেও দেখবি না।

-

আমি: আচ্ছা ভাই।

।

সেখান থেকে চলে আসলাম। দোকানের দিকে যাচ্ছি আর
ভাবছি।যাক বড় ভাই গুলো অনেক ভালো।শুনেছি এই রকম কাগজে
থারাপ থারাপ কথা লিখে নতুন স্টুডেন্ট দেব মেয়েদের কাছে পাঠিয়ে
মার খাওয়ায়। কিন্তু তারা তো আমাকে দোকানে পাঠিয়ে দিলো।
তার মানে তারা খুব ভালো।

আমি দোকান ওয়ালার কাছে গিয়ে কাগজ টা দিতেই সে আমাকে
একটা প্যাকেট বের করে দিলো।

দেখে মনে হলো চকলেটের প্যাকেট। তারপর আমি সেটা নিয়ে
আবার বড় ভাইদের কাছে গেলাম। গিয়ে প্যাকেটটা তাদের দিতে

যাব এমন সময়

একজন বললঃ এটা গিয়ে ওই আপুটাকে দিয়ে আয়।

(একজনকে দেখিয়ে)

-

আমিঃ আপুটাকে চকলেট কেন দিব।

-

আরেকজনঃ তুই দেখি আসলেই মদন। আবে হালা মেয়েরা চকলেট
পছন্দ করে তাই তাকে দিতে বললাম।

আর ওইটা আমার গফ হয়।

-

আমিঃ তাহলে তো আপনি দিলেই খুশি হবে।

-

সেঃ আরে ভাই আমি এখানে আড্ডা দিচ্ছি তাই যাইতে পারতেছি
না।

-

আমিঃওহহহ যাচ্ছি ভাই।

-

প্রথমের জনঃ আর তুই কিন্তু বেশি কথা বলিস।

-

আমিঃ সরি ভাই।

।

আমি মেয়ে টার কাছে আসতেছি দেখলাম ভালোই কয়েকজন মিলে
আড্ডা দিচ্ছে। আমি গিয়ে তাদের সামনে গিয়ে,,,,,,,,,

আমিঃ আপু এই নিন চকলেট।

-

মেয়েটাঃ কিসের চকলেট। (আবাক হয়ে)

আমিঃ আরে যার কাছে চেয়েছিলেন সেই পাঠিয়েছে।

-

মেয়েটাঃআরে আমি কারো কাছে চকলেট চাই নি।

-

আমিঃ (আর কোনো কথা না বলে প্যাকেটটা আপুটার হাতে দিয়ে
চলে আসলাম ক্লাস রুমে।)

|

একটু পর রাকিব সহ প্রায় সকল স্টুডেন্ট রাই ক্লাসে আসলো।
রাকিব আর আমি একই ছিটে বসেছি। রাকিবঃনীল শুন কেউ যদি
কোনো প্যাকেট কোনো মেয়েকে দিতে বলে তাহলে তুই সেটা দিবি না
ওকে।

-

আমিঃ কেন রে।

-

রাকিবঃ আরে এইটা এই ভাসিটির জার্গ।

-

আমিঃওহহহহ।কিন্তু আমি তো সেটা একটা মেয়েকে একটা চকলেটের
প্যাকেট দিয়েছি।

-

রাকিবঃ কিহহহহ তাহলে,,,,,

এমন সময় যে মেয়েটাকে চকলেটে প্যাকেট টা দিছি সেই মেয়েটা
এসে,,,,,,,,,,,,,

|

চলবে,,,,,,,,,

#মাফিয়া_কিং (👑)

#পাটঃ৩

#লেখক:nil meheraj (dada)

|

আমিঃওহহহহ।কিন্তু আমি তো সেটা একটা মেয়েকে একটা চকলেটের প্যাকেট দিয়েছি।

রাকিবঃ কিহহহহ তাহলে,,,,,

|

এমন সময় যে মেয়েটাকে চকলেটের প্যাকেট টা দিছি সেই মেয়েটা এসে আমাকে ক্লাসের সবার সমানে ঠাসসস,ঠাসসসস করে দুইটা চর মারলো। আর আমি তো দাড়িয়ে গেলাম।আমি দাড়ানোর সাথে সাথেই সে আমার শাটের কলার ধরে টানতে টানতে ক্লাস রুম থেকে বের করে নিয়ে আসলো।তারপর সে আমাকে মাঠের মাঝখানে নিয়ে আসলো।আমি তো কিছুই বুঝতেছি না যে কেন আমাকে এখানে নিয়ে আসা হলো। আর আমাকে এভাবে কলার ধরে টেনে নিয়ে আসার কারনে ভাসিটির প্রায় সবাই ক্লাসের বাহিরে চলে আসলো।সবাই মাঠের চার পাশে ঘিরে দাড়ালো।

|

আমিঃ আরে আপু আমাকে এখানে কেন নিয়ে আসলেন।আর আমাকে কেনই বা মারলেন।

মেয়েটাঃ কেন মারছি কুওর বা** তুই জানিস না।

আমিঃ আরে জানলে কি আর জিজ্ঞেস করতাম নাকি।

মেয়েটাঃ এই শালা লুচা আজকে তুই আমাকে কি দিয়েছিস।

আমিঃআরে কি দিছি মানে আমি তো আপনাকে চকোলেট এর বক্স দিছি।

মেয়েটাঃ তুই আমাকে চকোলেট দিছিস তাই না।

আমিঃস্বী আপু।

মেয়েটাঃ দেখ মিথ্যা কথা কিন্তু আমি একদম পছন্দ করি না।

আমিঃ আরে আমি কি মিথ্যা বললাম।সামান্য চকোলেট দিছি বলে
এই রকম করছেন।

মেয়েটাঃ রাগ তুলবি না কিন্তু।

আমিঃআরে আজিব ব্যাপার তো। আপনি কেন আমাকে মারলেন।
আর আপনি তো রেগেই আছেন। রাগ না করলে কি আমাকে
মারতেন।

মেয়েটাঃএই তুই কিন্তু বেশি কথা বলছিস। জানিস আমি কে। আর
এত কথা না বলে বল তুই আমাকে কেন এসব জিনিস দিলি।

আমিঃ আরে আমি কি দিছি।

মেয়েটাঃ কুওর বা** তুই বুঝতে পারছিস না কি দিছিস।(এবার
অনেক জোরেই কথাটা বলল)

আমিঃ আমি তো আপনাকপ চকোলেট দিছি।

এমন সময় রাকিব বলে উঠল,,,,,,,,,

রাকিবঃআপু ও এই ভাসিটিতে তে নতুন তাই হয়তো না বুঝে,,,,,,,,,

মেয়েটাঃএই তুই কে আর সর এখান থেকে নাহলে কিন্তু তোকেও
আজকে বানাবো।

(মেয়েটার কথা শুনে রাকিবে পিছিয়ে গেলো)

হঠাৎ করে আর একটা মেয়ে বলে উঠল,,,,,

মেয়েটাঃ এই তিখু এত কথা না বলে ওর পাণ্ডা কেটে চলতো এখান
থেকে।

(তার মানে প্রথমের মেয়েটার নাম তিখু)

তিখুঃ দেখ আমি শেষ বারের মতো বলছি তুই কেন আমাকে এই
সব দিছিস।

আমিঃ দেখেন এক কথা আমার এক দম ভালো লাগে না। বার বার
একই কথা বলে যাচ্ছেন। কি দিছি আপনাকে দেখান তো।

তিখুঃ এই তোর মতো লুচা,বদমায়েশ নাকি আমি যে এসব জিনিস

সকলের সামনে দেখাবো।

আমিঃ তাহলে দেখাতে পারবেন না তো কেন এখানে এনে আমাকে মারলেন।

তিথুঃ এই কুওর বাচ** তুই কেন আমাকে এগুলো দিচ্ছিস। (বলেই কালকের চকোলেট এর প্যাকেট টা আমার মুখের উপর ছুরে মারলো)

আমিঃ (কোনো কথা না বলে প্যাকেট টা হাতে তুলে নিলাম। তারপর প্যাকেট টা খুলতে লাগলাম। খুলে যা দেখলাম তাতে তো আমার চোখ দুটো কপালে উঠে গেলো। কারন প্যাকেট টাতে ছিলো কিছু ছোট ছোট কাপড় যা এতোটাই ছোট বলার বাহিরে। আর আমি তো এগুলোর নামই জানিনা। (পাঠক পাঠিকারা বুঝে নেন) এগুলো দেখে আমার কথা বলাই বন্ধ হয়ে গেলো।)

তিথুঃ এই কুওর বা** এখন কোনো কথা বলছিস না কেন। আসলে তোর মতো ক্ষেত ছেলেদের জন্য ভাসিটির বদনাম হয়ে।

আমিঃ আপু আমি আসলে,,,,,,

তিথুঃ এই এখন মনে পরছে কি দিচ্ছি আমাকে।

কুওর বা** দেখ এখন তোর আমি কি হাল করি।

বলেই সে আমাকে তার জুতা খুলে মারতে শুরু করলো। প্রায় ৬-৭ টা বাড়ি মারার পর আবার বলতে শুরু করলো,,,,,,

তিথুঃ এই তোমরা সবাই বলো এর এখন কি করবো। (সকল স্টুডেন্ট দেয় বলল)

একজনঃ আপু একে নাক খর দেওয়ান।

আরেকজনঃ না আপু এই লুচা কে আমাদের হাতে দেন। দেখেন আমরা কি করি।

আমিঃ আপু আমি জানতাম না এটাতে কি আছে।

তিথুঃ চুপ কর কুওর বা**। আসলে তোর জন্মের ঠিক নাই সেই

জন্য আমাকে এগুলো দিচ্ছি। তোকে তো আমি আজকে উচিৎ শিক্ষা দিব।

এমন সময় কালকের ছেলেগুলো আসলো। যারা আমাকে এগুলো দিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন বলতে লাগলো,,,,,,

আপু কি করেছে এই ক্ষেত টা।

তিথুঃ আমাকে কি সব বাজে জিনিস দিয়েছে। আর এখন না শিকার করছে। যে সে জানত না এগুলো ছিলো।

আপু আমরা দেখছি একে আপনি যান।

তিথুঃ তোর কি করবি একে। আর যা করার সবার সামনে কর যাতে কেউ আর এমন কাজ না করতে পারে।

আমিঃ আপু এই ছেলে গুলোই ওই প্যাকেট টা আপনাকে দিতে বলেছিল।

ছেলেটাঃ এই বেটা লুচা আমরা তো তোকে আজকেই দেখলাম। আর আমরা কেন তিথু আপুকে এসব দিবো ছি।

আরেকটা ছেলেঃ দেখছেন আপু আমরা শাস্তি দিতে চেয়েছি বলে আমাদের নামে মিথ্যা বলতেছে।

আমিঃ আপু সত্যি বলছি এরাই আমাকে এগুলো আপনাকে দিতে বলেছে।

তিথুঃ এই দেখ একদম মিথ্যা বলবি না। আর তোর মতো ছেলেদের দেখলেই বোঝা যায় যে তোরা এগুলোই করে বেড়াস।

ছেলেটাঃ আপু একে বরং এগুলো পড়িয়ে দেই।

তিথুঃ আরে না অন্য কিছু কর।

একটা মেয়ে বলে উঠলো,,,,,

মেয়েটাঃ এই তিথু রোহান যা বলছে সেটাই কর তাহলে উচিৎ শিক্ষা হবে। (ছেলেটার নাম রোহান)

তিথুঃ ওকে তাহলে তাই কর।

আমিঃ আপু এইটা করবেন না প্লিজ। আমার ভুল হয়ে গেছে। এমন আরো কখনো হবে।

রোহানঃ এই রকি আর মিলন এদিকে আয়তো(দুটো ছেলেকে ডাকলো)

রকিঃহুমম বল।

রোহানঃ ধর বেটাকে মেয়েদের অপমান করার শাস্তি ওকে দেখিয়ে দেই।

তিথুঃ এই কি করবি তারাতারি কর।

আমিঃ আপু প্লিজ আমাকে এবারের মতো মার্ফ করে দিন। আপনার পায়ে পরি(গিয়ে সোজা তিথুর পা জরিয়ে ধরলাম)

তিথুঃ এই এই ফকিন্লির বাচ্চা সর এখান থেকে। ছার ছার বলছি আমার পা। (বলেই সে আমাকে একটা লাথি মারলো।আমি সামলাতে না পেরে রোহানের পায়ের কাছে গিয়ে পরি।)

রোহানঃ এই ধরস না কেন একে।

সাথে সাথে রকি আর মিলন আমাকে ধরলো।

আমিঃ প্লীজ আপু এবারের মতো মার্ফ করে দেন।

তিথুঃ তোর মতো লুচ্চা দেব এমন করাই উচিৎ। আর তুই কাকে কি দিয়েছিস জানিস। আমি হলাম এখান কার এলাকার এমপির মেয়ে।

আমিঃ প্লীজ আপু আর এমন হবে না।

তিথুঃ তোকে আমি শাস্তি দিবোই। তোর শাস্তি দেখে যেন কেউ আর আমার সাথে পাঙ্গা নিতে না আসে।

রোহান তুই দারিয়ে কেন তোর কাজ কর।

রোহানঃ স্ত্রী আপু

(তারপর রোহান এসে আমাকে ছোট ছোট কাপড় গুলো পড়াতে আসলো। আমি ঝটকা ঝটকি করতে লাগলাম। আমার ঝটকা ঝটকি

তে রকি আর মিলন পড়ে গেল।)

রোহানঃ বাহহহ বাবুর গায়ে তো সেই রকমের শক্তি।

এই তোরা সবাই ওকে ধর(কয়েকজন ছেলেকে আমাকে ধরতে বললো।

সবাই এসে আমাকে ধরলো। এবার আর আমি নড়তে পারলাম না। তারপর রোহান এসে আমাকে পড়িয়ে দিলো। আমার এমন অবস্থা দেখে সবাই হেসে উঠলো।

।

তারপর সবাই চলে গেলো আমি মাঠের মধ্যে বসে রইলাম। আমি ভাবতে লাগলাম ছেলেগুলোকে কত ভালো ভাবছিলাম আর তারাই এমন হলো।

।

(আমার গল্প ভালো লাগলে আমাকে আপনার ফ্রেন্ড বানাতে পারেন। অী রিকু দিয়ে এজটা মেসেজ দিবেন)

।

চলবে,,,,,,,,,

মাফিয়া_কিং (👑)

#পাটঃ৪

#লেখকঃnil meheraj (dada)

।

সবাই এসে আমাকে ধরলো। এবার আর আমি নড়তে পারলাম না। তারপর রোহান এসে আমাকে পড়িয়ে দিলো। আমার এমন অবস্থা দেখে সবাই হেসে উঠলো।

।

তারপর সবাই চলে গেলো আমি মাঠের মধ্যে বসে রইলাম। আমি

ভাবতে লাগলাম ছেলেগুলোকে কত ভালো ভাবছিলাম আর তারাই এমন হলো। এখানে আমি তিখুর কোনো দোষই দিব না। কারন যে কোনো মেয়েকে এস ছোট ছোট কাপড় দিলে তাদের রিয়েক্ট এমনি হবে। কিন্তু রোহানকে আমি ছাড়ব না। সময় হলেই ওকে বুঝিয়ে দিবো এই ক্ষেত টার কি পাওয়ার।

আজকে যদি তোরা আমার আসল পরিচয় জানতি তাহলে তোরা আমার আশে পাশে আসার সাহসও পাইতি না। বসে বসে এসব কথা ভাবছি এমন সময় কোথায় থেকে যেন রাকিব আসলো,,,,,,,,, রাকিবঃনীল ভাই তুই রাগ করিস না। আসলে তুই নতুন তো তাই হয়তো কিছুই জানিস না।

আমিঃহুমমম রে।

রাকিবঃআসলে রোহানেরা যে প্যাকেট টা দিয়েছিল ওটার বাহিরে চকোলেট এর কাটুন দিয়ে প্যালেটস করা ছিল।কিন্তু ভিতরে ছিল অন্য কিছু।আর তিখু আপু আমাদের ১ ব্যাচের বড়।

আমিঃবাদ দে এসব। ক্লাস করবি না।

রাকিবঃনা আজকে আর ক্লাস করব না।আর এগুলো খোল।

আমিঃ হুমমমম।

রাকিবঃআর এই তিখুকে কেউ কিছু বললে বা করলে এমনি করে।

আমিঃ আমিতো কিছুই করিনি। সে এসব করে কেউ তাকে কিছু বলে না।

রাকিবঃকিন্তু যে কি সব দিচ্ছি।কে তিখুকে কও বলবে। বললে ওর বাবা চলে আসবে। ওর বাবা এখান কার এমপি।

আমিঃ ওওওও। আচ্ছা চল বাসায় দিকে যাই আমারো ভালো লাগছে না।

রাকিবঃচল তাহলে

।

চলে আসলাম বাসায়। বাসায় এসে সোজা চলে গেলাম বার্থরুমে।
বার্থরুমে গিয়ে শাওয়ার নিলাম প্রায় ৪০-৪৫ মিনিট এর মতো।
আজকে আমাকে যে অপমান করলো এর আগে আমি জীবনেও এমন
অপমানিত হয় নি। রোহান সময় হলেই আমি তোকে আমার আসল
রূপ দেখিয়ে দিবো।

তারপর আমি খেতে বসলাম আজকে কেমন জানি খাইতে ভালো
লাগছে না তাই অল্প একটু খেয়েই রুমে এসে সুয়ে পরলাম।

।
বিকলে ঘুম থেকে উঠে কলেজে ঘটে যাওয়া সব বিষয় ভুলে
গেলাম। এখন বাসা থেকে বের হয়ে রাকিব কে ফোন দিলাম।
তারপর গিয়ে কালকের ওই চায়ের দোকানে বসল। একটু পর রাকিব
ও চলে আসলো।

তারপর আমি বললাম,,,,,,,,

আমিঃদোস্তু আমার একটা কাজের বুয়া লাগবে
রাকিবঃকেন রে কি করবি।

আমিঃআরে রান্না করার জন্য।

রাকিবঃআচ্ছা আমি দেখবনি। এখন চায়ের অর্ডার দে।

আমিঃহুমম।

রাকিবঃআচ্ছা কালকে সকাল সকাল ভাসিটিতে চলে আসিস।

আমিঃসকালে কেন।

রাকিবঃআরে কাল সকালে একটা কাজ আছে।

আমিঃ ওওওও আচ্ছা আসবোনি।

।
পরের দিন সকালে চলে গেলাম ভাসিটি তে। গিয়ে রাকিব আর
একটা মেয়ে মাঠের মধ্যে বসে গল্প করছে। আমি তাদের কাছে
যাওয়ার জন্য এগোতেই শুনতে পেলাম কে যেন বলছে,,,,,,,,,,,,,

দোস্তু কালকে মদন মোহন ফিট বাবুকে যা দিলি না সেই হয়েছে।
(কথাটা শুনে আমি পিছনে ফিরে তাকালাম দেখলাম তিখুরা বসে
বসে আড্ডা দিচ্ছে আর একটা মেয়ে এই কথাটা বলল।)

তিখুঃযাই বলিস না কেন মুরগীটা পেয়ে ছিলাম ভালোই।

রোহানঃ তোর কথায় যে আমরা ওরে দিয়ে এমন কাজ করলাম
সেইটা কেউই বুঝতে পারে নি।

তিখুঃ আরে আমিতো সকলকে ভয় পাওয়ানোর জন্যই বাবুটাকে মাইর
দিলাম আর সেই অপমান করলাম।

রকিঃতুই এটা করলি কেন।

তিখুঃএটা করার কারন হলো কেউ যেন আমার সাথে পাঙ্গা না
নেয়। আর ক্ষেতটার অবস্থা দেখে সবাই যে রাগ আর ভয় পেয়েছে
সেটা দেখছিস তোরা।

বলেই সবাই হাসা শুরু করলো আর আমি আবার হাটতে লাগলাম
রাকিবদের কাছে আসার জন্য। আর ভাবতে লাগলাম এটা তাহলে
এই তিখু নামের মেয়েটার কাজ। আরে আমাকে সবার সামনে
মারলেই পারতো কিছুই বলতাম না কিন্তু সে তার সন্মান বিলি করে
দিয়ে সবাই সবার মাঝে ভয় সৃষ্টি করালো ছি ছি ছি। এসব মেয়ে
নামের কলঙ্ক। তারপর আমি রাকিবের কাছে চলে আসলাম,,,,,,,,,

আমিঃ কিরে কেমন আছিস।

রাকিবঃহুমম ভালো তুই।

আমিঃ হুমমম ভালো আছি। আর এই মেয়েটা কে।

রাকিবঃওহহহ হ্যা এটা হলো রুহি আমার হবু বউ।

আমিঃ বাহহহহহ ভালো তো।

রুহিঃআসসালামুঅলাইকুম ভাইয়া।

আমিঃ অলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন।

রুহিঃহুমমম ভালো আছি।

।

তারপর গল্প করে ক্লাসে চলে আসলাম। আমাকে দেখে সবাই না না ন ধরনের কথা বলতে লাগলো। আমি সেগুলো কানে না লাগিয়ে ক্লাসে মনোযোগ দিলাম। এইভাবে কেটে গেলো প্রায় মাস ৩ এর মতো।

এই ৩ মাসে তিখু আমাকে মোট ৬ বার মেরেছে। এটা সেটা কারন নিয়ে। আমি কিছু বলি নি। মুখ বুজে সব সয়ে গেছি। তিখুর সাথে রোহানও মেরেছে কিছুই বলিনি। আর এর মধ্যে আমার একটা নাম ভাসিটিতে ছাড়িয়ে ফেলেছে তিখুরা সহ কিছু স্টুডেন্ট রা। নামটা হলো মিঃমদন বাবু।

আজকে সকালে ভাসিটিতে এসে আমি গিয়ে বসলাম একটা গাছের নিচে। বসে বসে ফোনটা বের করে এফবি চালাতে লাগলাম। একটু পর রাকিবও চলে আসলো। আমাকে বলতে লাগলো,,,,,,,,,

রাকিবঃ কিরে কখন চলে আসলি ভাসিটিতে।

আমিঃ এইযে একটু আগেই আসলাম।

রাকিবঃদোস্তু আজকে মনে হয় ক্লাস করতে পারবো না রে।

আমিঃকেন কি হয়েছে কোনো সমস্যা নাকি।

রাকিবঃ আরে ভাই তা না। আজকে রুহিকে নিয়ে একটু বাহিরে যেতে হবে।

আমিঃওওওও তা কোনো কাজে যাবি নাকি ঘুরতে।

রাকিবঃআরে ওরে একটা শাড়ি কিনে দিতে বলেছে মা। তাই সেটা কিনতে যাব।

আমিঃওহহহহ।

রাকিবঃতুই আমাদের সাথে যাবি।

আমিঃআরে না আমি ক্লাস করবো।

।

বসে বসে আমরা গল্প করছি এমন সময় রুহি আসলো কান্না করতে করতে। এটা দেখে রাকিব বলতে লাগলো,,,,,,
রাকিবঃএই রুহি তুমি কাদতেছ কেন।
রুহিঃতোমাদের ভাসিটির ছেলেমেয়ে গুলো এতো খারাপ কেন।
রাকিবঃকেন কি হয়েছে বলোতো
রুহিঃআমি আসতেছি এমন সময় গেটের ওখানে কিছু ছেলে আমাকে দেখে আজো বাজে কথা বলতে লাগলো।আমি গিয়ে তাদের মধ্যে একটা ছেলে কে চর মারি।
আমিঃতারপর কি হলো বলো
রুহিঃতখনি এমপির মেয়ে (তিথু) এসে আমাকে চর মারলো।
রাকিবঃওহহ আচ্ছা বাদ দেও।
আমিঃবাদ দিবে মানে। রুহি তারপর কি হলো। আর এমপির মেয়ে আছে মানে রোহানের কাজ এটা।
রুহিঃ আমি এখানে (আমাদের) চলে আসলাম।
আমিঃ তিথু তোমাকে কেন মারলো।
রুহিঃ জানি না।
আমিঃ রাকিব এখনো চুপ থাকবি।
রাকিবঃতো কি করবো ওদের ক্ষমতা আছে। ওদের কিছু বললে আমাদেরকে মেরেও ফেলতে পারে।
আমিঃ ক্ষমতা কত আছে তা আজকে আমিও দেখবো
তুই কি আমার সাথে যাবি
রাকিবঃ আরে মাথা ঠান্ডা কর।
আমিঃ বুঝছি। আর রুহি চলো আমার সাথে।
রাকিবঃ আরে ও কোথায় যাবে।
আমিঃতুই চুপ করে থাক কোনো কথা বললে আজকে তোকে যে কি করবো।

।

রুহিকে সাথে নিয়ে চলে আসলাম তিখুদের কাছে। দেখলাম ওরা বাইক এ বসে বসে আড্ডা দিচ্ছে। আমাদের পিছু পিছু রাকিব ও চলে এসেছে। আমি রুহিকে বললান,,,,,,,,

আমিঃ রুহি পায়ের জুতা খুলে গিয়ে যে যে বাজে কথা বলেছে তাদের কে মারো।

রুহিঃ (চুপ করে আছে)

আমিঃ কি হল যাছনা কেন। (অনেকক রাগি কন্ঠে বললাম।)

রুহিঃ (ভয় পেয়ে যা বললাম তাই করতে যাচ্ছে)

রুহি গিয়ে রোহান আর রকি কে মারতে শুরু করলো।

মাএ ১ মিনিটেই দুজনকে প্রায় ১৫-১৬ টা বাড়ি মারলো। রোহান কে মারতে দেখে তিখু আর ওর কিছু বান্ধবী (তিশা, নারিশা, মিম) আসতেছে রুহিকে মারার জন্য। আমি রুহিকে আমার কাছে ডাক দিলাম,,,,,,,,,,,,,

আমিঃ রুহি আমার কাছে এসো তাড়াতাড়ি।

আমার ডাকে তিখুরা আসার আগেই রুহি আমার কাছে আসলো।

তার পিছনে পিছনে ওরাও (তিখুরা সহ রোহান রাও) আসলো।

এসেই তিখু যেই রুহিকে মারতে যাবে এমন সময় আমি তিখু কে গায়ের সব জোর দিয়ে একটা চর মারলাম।

।

পুরা ভাসিটিতে একটাও সারা শব্দ নাই। সবাই চুপ হয়ে আছে।

আমি তিখু কে যে চরটা মেরেছি তার শব্দ শুনেই চুপ হয়েছে।

তিখুদের আড্ডায় চার পাশে সবাই এসে ভিড় জমালো। এমন সময় তিখু বলে উঠলো,,,,,,,,,

তিখুঃ তোর এতো বড় সাহস আমাকে মারিস দাড়া আজকে তোকে জমের বাড়ি পাঠাবো। এই রোহানে রাহি আর রুমেল কে ডেকে

পাঠা। আজকে এই কুওয়ার বা**র কিমা বানাবো
এই কথাটা বলার সাথে সাথেই দিলাম আর একটা চর।
তিখুঃতুই দাড়া ওরা আসা পযুক্ত।(কান্না করতে করতে)
আমিঃ জীবন টা বেদনা,
আমি কোথাও যাবনা।

।

চলবে,,,,,,,,,,

#মাফিয়া_কিং (👑)

#পাটঃ৫

#লেখকঃnil meheraj (dada)

।

তিখুঃ তোর এতো বড় সাহস আমাকে মারিস দাড়া আজকে তোকে
জমের বাড়ি পাঠাবো। এই রোহানে রাহি আর রুমেল কে ডেকে
পাঠা। আজকে এই কুওয়ার বা**র কিমা বানাবো
এই কথাটা বলার সাথে সাথেই দিলাম আর একটা চর।
তিখুঃতুই দাড়া ওরা আসা পযুক্ত।(কান্না করতে করতে)
আমিঃ জীবন টা বেদনা,
আমি কোথাও যাবনা।

।

আমি, রাকিব আর রুহি বসে আছি ক্যাম্পাসের ঘাসের উপর। এদিকে
রাকিব বার বার বলতেছে নীল তুই তারাতারি বাসায় চলে
যা।এখানে থাকলে ওরা তোকে মেরে দিবে। কিন্তু আমি ওর কথা
শুনতেছি না। তিখু নিজে একটা মেয়ে হয়ে কেমন করে সে একটা

ছেলের অন্যায় সহ্য করবে। কেন সে রুহি কে মারলো। তার রোহানকে মারা উচিত ছিল। সেদিন আমি তো যানতামও না প্যাকেট টাতে কি ছিলো। সে আমাকে কত মারল + অপমান করলো। চাইলেই আমিও সেদিন ওদেরকে মারতে পারতাম। কিন্তু আমি মারি নি। এর পর তারা আমাকে আবার মেরেছে + অপমান করেছে তারপরও আমি তাকে কোনো কিছু বলি নাই। কিন্তু আজকে সে একটা মেয়ে হয়ে কেমন ছেলেদের বাজে কথাতে সাপোর্ট দেয়।

।

মিনিট ১০ পরে প্রায় ২ জিপ আর ২৫-৩০ টা বাইক আসলো। তারমানে রুমেল আর রাহি চলে আসছে। আর আসবেই না কেন তিখুর বাবা যে এমপি। তাই ওর ডাকেই চলে এসেছে। আমি রাকিব কে বললাম,,,,,,

আমিঃআচ্ছা রাহি আর রুমেল একসাথে আসলো কেন ওদের না ঝগড়া।

রাকিবঃতিখু ডেকেছে বলেই একসাথে এসেছে।

আমিঃকেন।

রাকিবঃআরে তারা যদি না আসতো তিখুর বাবা এদের উধাও করে দিতো। কুচি কুচি কাটবে তিখু আপুর কথা না শুনলে।

আমিঃওহহহহ।

।

(আমার গল্প সবার আগে পরতে চাইলে ফলো বা ফ্রেন্ড করতে পারেন। আর রিকু দিকে একটা মেসেজ দিবেন)

।

একটু পর রুমেল আর রাহি আসলো তিখুর কাছে। ওদের আসা দেখে তিখু বলতে লাগলো,,,,,,,,

তিখুঃএই রুমেল এই কুওর বা**র(আমাকে বলল) হাড় ভেঙ্গে দিবি।

রুমেলঃ কেন রে এই ক্ষেত আবার তোর কি এমন ক্ষতি করল।

তিখুঃওর কতো বড় সাহস আমাকে মারে। এই তিখু জামান এর গায়ে হাত তুলে। আজকে ওর হাতটাই কেটে নিবো।

রাহিঃ আপু আমি কি করবো একটু বলে দিবেন।

তিখুঃতুই কি করবি মানে। তুই তাই কর যা রুমেল করবে।

রাহিঃওকে আপু

তারপর রুমেল আর রাহি আসলো আমার কাছে,,,,,,,,,

আমিঃরুমেল ভাই আপনার সাথে আমার কোনো কিছু হয় নাই সো আমার গায়ে হাত তুললে পস্তাতে হবে।

রুমেলঃএই শালা ক্ষেতের বাচ্ছা তোর গায়ে হাত তুললে তুই কি করবি।

আমিঃসেটা তখনি দেখতে পারবেন।

রোহানঃ রুমেল ভাই এত কিসের কথা আগে কয়েকটা বসিয়ে দেন।

আমিঃরোহান তুমি বেশি কথা বলিও না। তোমাকে কিন্তু আমি মারার সুযোগ খুজতেছি।

রোহানঃ তোর মতো ক্ষেত মারবে এই রোহান কে

রুমেল ভাই মারেন তো। (বলেই হা হা হা করে হেসে উঠল)

আমিঃ

রুমেলঃ দারা,,,,,

বলেই আমাকে মারতে আসতেছে। আমি চুপচাপ দাড়িয়ে
গেলাম।রাকিব তো বার বার বলতেছে নীল সরি বল সরি
বল।রুমেল এসে আমার কলার ধরে একটা চর মারলো। আমি আর
কোনো কথা না বলে আমার হাত টা মুঠো করে পায়ের একটা
রানের উওর দিলাম একটা ঘুষি। আর রুমেল তো আহহহহহ বলেই
পা টা উচু করলো।রুমেল কে মারা দেখে ওর সাথে থাকা ছেলে
পেলে আর রাহিও আসল। আমি প্রথমের পাচ- ছয় জন কে
মারলাম। তারপর কে যে আমি পিঠে হকি স্টিক দিয়ে বারি
মারলো।আমি পরে গেলাম। তারপর রুমেল এসে আমার পেটে লাথি
দিতে যাবে এমন সব আমি উঠে বসে আবার অন্য পায়ে দিলাম
আর দুইটা ঘুষি। আর সাথে সাথে সে পড়ে গিয়ে কাতরাতে থাকে।
পিছনে ফিরে দেখি তিখু আমার পিঠে হকি স্টিক দিয়ে বারি
মেরেছিল। আমাকে উঠতে দেখে সে হকি স্টিক টা ফেলে দিলো।
আমি ওটা তুলে নিলাম। তারপর সবাইকে দিলাম কয়েকটা বারি।
সব কটা চলে গেলো।শুধু রোহান তিখুসহ ওর বান্ধবী আর রুমেল
ও রাহি ছাড়া সবাই চলে গেল। রোহানকেও দিয়েছি কয়েকটা।

।

রাহি আর রুমেল চলে গেলো তিখুর সাথেও কথা বলল না। যাওয়ার
আগে বলে গেলো যে আমাকে পরে সাইজ করবে। সেদিকে খেয়াল
না করে রোহান কে ডাক দিলাম সাথে তিখুকেও,,,,,,
আমিঃতিখু আপু আমি এখানে ঝগড়া করতে আসি নি বুঝলেন।
তিখুঃতাহলে তই কেন ওই মেয়েকে দিয়ে রোহানকে মার
থাওয়ালি। (রুহিকে দেখিয়ে)

আমিঃআগে আপনি বলেন যে তখন আপনি কেন রুহি কে
মেরেছেন।

তিথুঃওই রুহি কেন রোহান কে মারলো।তাই মেরে ছি
আমিঃআপু আপনি কি জানেন রোহান কে কেন সে মেরেছে।
তিথুঃ না তো।

আমিঃতাহলে কেন মারছিস তুই। (অনেকক রেগে বললাম)
তিথুঃ চুপ করে আছে।

আমিঃআরে তোর বন্ধু রোহান ওকে টিজ করেছে তাই ওকে মেরেছে।
আর তুই তো একটা মেয়ে তোকে কেউ টিজ করলে কি করতি
বল।

তিথুঃ চুপ করে আছে।
আমিঃ কি হলো চুপ করে আছিস কেন।
তিথুঃসরিইইইই রুহি।
রুহিঃওকে আপু।

আমিঃ আপু আমি আসলে মেয়ে দের অসম্মান সহ্য করতে পারি না।
আপনি বলেন আপনি আমাকে কত অপমান, কত মেরেছেন আমি কি
কিছু বলেছি। (কিছুটা ঠান্ডা হয়ে বললাম)
তিথুঃনা।

আমিঃ আজকেও আমাকে অপমান বা মারলে কিছু বলতাম না কিন্তু
রুহিকে টিজ করার জন্যই এত কিছু হয়েছে।
তিথুঃ (কোনো কথা না বলে গিয়ে রোহান কে কষে কষে ২ টা চর
মারলো।)আজকে থেকে রোহান তুই আর এই ভাসিটিতে আসবি না।
আসলে তোর পা কেটে নিবো।

রোহানঃ আপু আমাকে মাফ করে দিন।

তিথুঃ সেদিন তোর বুদ্ধি শুনেই আমি ওই দিনের বাজে কাজ সহ আরো আগে ওমন বাজে কাজ করেছি। (চকোলেট এর প্যাকেট এর কথা বলল)

রোহানঃ আপু আমাকে মাফ করে দিন প্লীজজজ।

আমিঃ পারলে ভালো হয়ে যান আপু।

রোহানঃ তোকে আমি দেখে নিবো রে ক্ষেতের বাচ্চা।

আমিঃ বাসার ঠিকানা নিয়ে যা।

তিথুঃতোমার না কি।

আমিঃ নীল মেহেরাজ।

তিথুঃনীল আমি সরি। এত দিন তোমার সাথে যা করেছি তার জন্য।

আমিঃ থাক আপু আর সরি বলতে হবে না।

তিথুঃআজকে থেকে আমি ভালো হয়ে যাবো। এতদিন বাবার ক্ষমতা দেখিয়ে সব করেছি আর কোনো খারাপ কাজ করবো না।

আমিঃ আচ্ছা আপু। আর যদি কোনো দোষ করে থাকি এখনি মেরে রাগ মিটান

তিথুঃ সরি আগের সব কিছুর জন্য। আজকে থেকে এই ভাসিটিতে আর কোনো রেগিং,মারামারি চলবে না।

আমিঃ ওকে আপু।

।

বলেই চলে আসলাম আমি রাকিব,আর রুহি।

।

এদিকে তিথু বলছে,,,,,,,,

যাক এতদিনে একটা ছেলে পেলাম যে কিনা মেয়েদের এত সন্মান করে। তাকে কত অপমান করেছি,মেরেছি তখনও কিছু বলেনি।আর একটা মেয়েকে টিজ করেছে বলে আমাকেও মেরেছে। ছেলেটার সাহস আছে বলতে হয়। বিয়ে করলে একেই করবো।যে আমাকে ভয় পাবে না।

।

আমি বাসায় চলে আসলাম। আজকে আর ক্লাস করলাম না। রুহি আর রাকিব কই জানি গেলো মনে নাই। বাসায় এসে ফ্রেশ হয়ে খেয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবছি তিথু মেয়েটা দেখতে খুব সুন্দর কিন্তু সে এত বান্দরের হাড্ডি হলো কি করে। বাপের টাকা আর ক্ষমতা থাকলে বুঝি মেয়েরা এমন হয়। কিন্তু আজকে আমার মাইর দেখে মনে হয় ভয় পাইছে। সেতো জানে না যে এমন পোলাপান গো মতো আরো দুই গুন কে মারতে আমার বেশি সময় লাগে না। আমার আসল পরিচয় তো আর আপনারা জানেন না। জানলে আর মারামারি করতে হতো না।এমনিতে সব সমাধান হয়ে যেত।

।

চলবে,,,,,,,,,,,,,

মাফিয়া_কিং (👑)

#পাটঃ৬

#লেখকঃnil meheraj (dada)

।

সেতো জানে না যে এমন পোলাপান গো মতো আরো দুই গুন কে

মারতে আমার বেশি সময় লাগে না। আমার আসল পরিচয় তো
আর আপনারা জানেন না। জানলে আর মারামারি করতে হতো
না।এমনিতে সব সমাধান হয়ে যেত।

বিকেলে একাই চলে গেলাম ঘুরতে।

।

পরের দিন ভাসিটিতে গেলাম।গিয়ে মাঠের কোনে থাকা বকুল গাছের
তলায় বসলাম। আজকে একাই বসে আছি।রাকিব আজকে ভাসিটিতে
আসবে না।আর ভাসিটিতে রাকিব ছাড়া আমার আরো কোনো বন্ধু
নেই। ইচ্ছে ছিলো কিছু বন্ধু বানাবো কিন্তু তা আর হয়নি।কেউ
কথাই বলে না আমার সাথে। কারন আমি যে ক্ষেত।আর আমার
টাকা পয়সা নাই তাই কেউ কথা বলে না।

বসে বসে এসব ভাবছি এমন সময় কে যেন বলে উঠল,,,,,,,,,
কি খবর।

আমি পাশে তাকিয়ে দেখলাম তিখু দাড়িয়ে আছে। এটা দেখে
আমিতো আবাক হয়ে গেলাম,,,,,,,,,

আমিঃএইতো ভালো খবর আর আপনার।

তিখুঃ হুমমম ভালো।তা একা একা বসে কেন।

আমিঃতো কি করবো।

তিখুঃ তোমার সাথে যে একজন থাকতো সে কই।

আমিঃ রাকিবের কথা বলছেন।

তিখুঃ হুমমমম।

আমিঃরাকিব আজকে আসবে না। কি জানি কাজ আছে।

তিখুঃ ওহহহ আর কোনো ফ্রেন্ড নাই তোমার।

আমিঃ না তো।কি মনে করে আজকে এখানে আসলেন।

তিখুঃ এমনি আসলাম আরকি।

আমিঃ নাকি আজকে আপনার ফ্রেন্ড রাও আসে নি। (আশে পাশে

তাকিয়ে দেখলাম কেউ নাই)

তিথুঃনা আসলে আমি তোমার কাছেই আসলাম।

আমিঃকেন আমি আপনার আবার কি করেছি।

তিথুঃআসলে আমি সরি। (মাথা নিচু করে)

আমিঃকিসের জন্য। (আবাক হয়ে)

তিথুঃআগের সব কিছুর জন্য।তোমাকে মারা,অপমানিত করা,বিশেষ করে সেই ওসব পড়ানোর।

আমিঃআরে সরি বলার দরকার নেই। আমি সব ভুলে গেছি।

তিথুঃ হুমমমমম।

আমিঃ আমিও সরি কালকে মারার জন্য।আসলে আমি মেয়ে দেব টিজ করা সহ্য করতে পারি না।

তিথুঃ বাদ দেও আমার ফ্রেন্ড হবা।

আমিঃ না আপনি আমার বড়।

তিথুঃ তাতে কি শুধু বন্ধুই তো হতে বলেছি।ওহহহহ বুঝতে পারছি আমাকে এখন ক্ষমা করো নি।

আমিঃআরে না সেটা না।

তিথুঃ তাহলে কি।

আমিঃআমি দেখতে ক্ষেত হয়তো আমার সাথে মিশলে আপনার আগে বন্ধু রা আপনার সাথে না ও মিশতে পারে।

তিথুঃআরে সেটা আমি দেখে নিবো।

আমিঃ ওকে তাহলে ঠিকাছে।

তিথুঃ ওকে চলো আমার সব বন্ধু দেব সাথে পরিচয় করিয়ে দেই।

আমিঃ ওকে।

তারপর সে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

।

সব গুলো ক্লাস করে চলে আসলাম বাসায়।

খুব ভালো লাগছে আজকে কারন আজকে আমি অনেক গুলা ফ্রেন্ড
পাইলাম। তবে ভাবছি তিখু এতো সহজে কেমনে ভালো হলো।
রাকিব যা যা বলছিল তা থেকে মনে হচ্ছে যে তিখু তো এতো
তারাতারি সুধরার নয়। তাহলে কি কোনো কারন আছে নাকি।
আরে না মনে হয় ভালো হয়েছে। না হলে কালকে তো আর
রোহানকে চর মারতো না। আর তার বন্ধু দেব সাথে পরিচয় করিয়ে
দিতো না।

গিটার টা হাতে নিয়ে এসব ভাবছি এমন সময় ফোনটা কেপে
উঠল। আমি হাতে নিয়ে দেখি তিখু ফোন দিয়েছে,,,,,,,,,
(আসার সময় আমার ফোন নিয়ে তার নাম্বার সেভ করে দিছে আর
আমার নাম্বার টা নিয়েছে)

আমিঃহুমম বলেন।

তিখুঃ কি করো এখন।

আমিঃ এইতো শুয়ে শুয়ে ঘুমানোরও চেষ্টা করছি আর। আপনি কি
করছেন।

তিখুঃ আমি ভাবছি।

আমিঃ ওহহহ। তা কি ভাবছেন।

তিখুঃতুমি কি আসলেই আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছো।

আমিঃআরে সত্যি ক্ষমা করে দিয়েছি।মাফ না করলে কি বন্ধু হতাম
নাকি।

তিখুঃযদি মাফ করে বন্ধুই হতা তাহলে আর আপনি করে বলতে
না।

আমিঃ আরে আপনি আমার বড়।

তিখুঃতাতে কি হয়েছে।আমরা তো বন্ধু তাই না।

আমিঃহুমমম।

তিখুঃআমাকে তুমি করে বলবা ওকে।

আমিঃ ওকে।

তিথুঃ আর কালকে ভাসিটিতে আসার আগে আমাকে ফোন দিবে।
তারপর আরো কিছুক্ষন কথা বলে রেখে দিয়ে একটা ছোট ঘুম
দিলাম।

।

(ভালো লাগলে ফ্রেন্ড রিকু বা ফলো করতে ভুলবেন না কিন্তু। আর
হ্যা রিকু দিয়ে ছোট একটা মেসেজ দিয়ে দিবেন।)

।

এদিকে তিথু ভাবছে যে মদন কুমার মিঃ নীল মেহেরাজ। তোমাকে
অপমান করতে করতে কখন যে ভালো বেসে ফেলেছি তা আমি
নিজেও জানি না। তুমি হয়তো ভাবছো আমার মতো একটা গুন্ডি
মেয়ে কেন এতো তারাতারি ভালো হয়ে গেলো। তুমি হয়তো জানো না
যে আমি কেন এমন গুন্ডামী করে বেড়াই। আসলে আমি যে মেয়ে
দের যারা টিজ না ইভটিজিং করে তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যই
গুন্ডামী করি তা হয়তো তুমি জানো না। আর তুমি এটাও জানো
না যে রোহানের কথায় এসে আমি সেদিন থেকে তোমাকে অপমান
আর মেরেছি।

আগে যা করেছি করছি। এখন তোমাকে ভালো বেসে মদন থেকে
একটু খানি স্মার্ট বানাবো।

।

এদিকে আমি বিকেলে ঘুম থেকে উঠে রাকিবের কাছে ফোন দিলাম।
সে আমাকে তাদের বাসায় যেতে বলল।

আমি এর আগে কখনো রাকিবের বাসা তে যাইনি। তাই রাকিবকে
তার বাসার ঠিকানা নিয়ে বাসার সামনে দারিয়ে থাকতে বলে আমি
বাসা থেকে বের হলাম রাকিবের বাসায় যাবার জন্য।

।

প্রায় মিনিট ২০ এর মতো লাগলো রাকিবের বাসায় আসতে।
তারপর রাকিব আমাকে ওর বাসার ভিতরে নিয়ে গেলো।
রাতে রাকিবের বাসায় থেকে খেয়ে আসলাম।রাকিবের বাবা,মা
আজকে আমাকে দেখতে চাইছিল। তাই রাকিব আসতে বলছিলো।
।

পরের দিন সকালে উঠে না খেয়েই ভাসিটিতে চলে গেলাম। আসার
সময় রাকিব কেও আসতে বললাম।

তারপর আমি গিয়ে আবার কালকের বকুল গাছের তলায় বসলাম।
একটু পর রাকিবও চলে আসলো।

তারপর দুজনে মিলে চলে গেলাম ক্যান্টিনে।

হালকা খেয়ে ক্লাসের দিকে আসতে যাব এমনি সময় তিখু ডাক
দিলো।আমি এগুতে লাগলাম তিখুর দিকে আর রাকিবের দিকে চেয়ে
দেখি সে ভয় পেয়েছে।

আমিঃ হুমম তিখু বলো।

তিখুঃকখন আসছো।

আমিঃ এইতো একটু আগেই।

তিখুঃআমাকে যে ফোন দিতে বলছিলাম ভাসিটিতে আসার আগে।

আমিঃ মনে ছিলো না তো।

তিখুঃ ওহহহহ।আর ওর সাথে (রাকিবের) সাথে পরিচয় করিয়ে
দিবে না।

আমিঃ ওহহহ হ্যা।রাকিব এর(তিখুর) নাম তো জানিসইই। তিখু
আর ওর বন্ধুরা আমার নতুন বন্ধু। পরিচিত হয়ে নে।

রাকিবঃ ওওওও।

তারপর সবাই রাকিবের সাথে পরিচয় হয়ে নিলো।

।

দিন গুলো কেটে যাচ্ছে ভালো ভাবেই। পড়াশুনা,আড্ডা,তিখুর সাথে

ঘোরাঘুরি করে ভালোই যাচ্ছে দিনকাল। সব মিলিয়ে ভালোই যাচ্ছে।
এখন তিখু আমার উপর কেমন যেন অধিকার খাটাচ্ছে। আমিও
কেমন যেন তিখুর প্রতি দূর্বল হয়ে পরেছি। মাঝে মাঝে মনে হয়
আমি তিখুকে ভালোবেসে ফেলছি।

আগের মতো আর কেউ অপমান করে না। এখনোও আমি সেই
ক্ষেতের মতো করেই ভাসিটিতে যাই।

।

প্রতিদিনের মতো আজকেও ভাসিটিতে আসলাম। কিন্তু একটু দেরি
করে। আমি যেই ভাসিটির গেট দিয়ে ঢুকতে যাব এমন সময়
দেখলাম ভাসিটির সবাই মাঠের মধ্যে দাড়িয়ে আছে। এটা দেখে
আমি তারাতারি করে সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখি। কত গুলো ছেলে
মিলে তিখুকে মারতেছে। আমি গিয়ে সামনে দাড়াতেই একটা ছেলে
তিখুকে জোরে একটা চর মারে আর সে আমার পায়ের সামনে এসে
পড়ে যা। আর সেই ছেলেটা বলে,,,,,,,,,,,,,

ছেলেটাঃ এখন সময় আছে বল যে এই ভাসিটিতে ড্রাগস এর ব্যবসা
তুই করবি। নাহলে তোকে কিন্তু মেরেই ফেলবো।

তিখুঃ আমি মারা গেলোও করবো না এমন বাজে কাজ।

ছেলেটাঃ তাহলে তুই করবি না এমন কাজ।

তিখুঃ না করবো না। আর তুই জানিস আমি কার মেয়ে।

ছেলেটাঃ আরে তোর বাপ আমার পায়ের নিচে থাকে বুজলি। আমি
তোর বাপকে এমপি বানাইছি।

(আমি এতোক্ষণে বুজে গেলাম যে ড্রাগস এর কারনে তারা তিখুকে
মারতেছে।)

তিখুঃ তোর যা করার কর আমি মরে গেলেও এমন খারাপ কাজ
করবো না।

ছেলেটাঃ ওকে তাহলে মর।

বলেই ছেলেটা তিথুকে মারতে আসতে লাগলো। আমিও বুঝে গেছি
তিথু ভালো হয়ে গেছে। তাই আমি বলে উঠলাম,,,,,,,,,
আমিঃ আরে বড় ভাই তিথুকে মারার এতো তারা কেন।একটু কথা
বলি আগে।

ছেলেটাঃকে বলল এই কথা সামনে আয়।

আমিঃ ওকে আসতেছি।

(বলেই সবার সামনে গেলাম।)

ছেলেটাঃ তোর মতো একটা মদন এর সাথে কথা বলবো আমি
ভাবলি কেমন করে।

আমিঃ ভাই মদনের সাথে কথা না বললে যে সমাধান হবে না।ভাই
আপনার নাম কি।

ছেলেটাঃ তুই কে বে।

আমিঃ স্বী আমি এই ভাসিটির ছাএ। আর আপনি কে বড় ভাই।আর
ড্রাগড এর ব্যবসা কেন তিথুকে দিয়ে করাতে চাচ্ছেন।

ছেলেটাঃএই তুই সর তো বিরক্ত করিস না। তুই জানিস আমরা
কার লোক।

আমিঃভাই আপনি কার লোক।

ছেলেটাঃ আমরা G S. গ্রুপ এর লোক। কখনো নাম শুনছিস।

আমিঃ হুমমম তাকে তো সবাই চিনে। যাই হোক এই ভাসিটিতে
কোনো ড্রাগসের ব্যবসা হবে না। চলে যান এই খান থেকে।

ছেলেটাঃ তুই এত পেচাল পারছিস। কে বে তুই

আমিঃএকটু দাড়ান ভাই।একটু কথা বলে নেই।

ছেলেটাঃ তারাতারি বল।

হঠাৎ তিথু বলে উঠল,,,,,,,,,

তিথুঃ নীল তুমি এখান থেকে চলে যাও ওরা খুব খারাপ।

আমিঃ তিথু তুমি কেমন করে ভাবলে যে আমি তোমাকে এমন

বিপদের হাতে ছেড়ে যাব।

তিথু: তুমি চলে যাও ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।

আমি: চুপ করো তুমি।

ছেলেটা: তোদের কথা বলা শেষ হলো।

আমি: ভাই আপনি কালকে আসেন আমি তিথুকে রাজি করাবো যা আপনার বলবেন।

তিথু: কি বলছো তুমি এটা।

আমি: তুমি চুপ থাকো।

ছেলেটা: সত্যি তুই রাজি করাবি।

আমি: হুমমম আপনি কালকে আসবেন ওকে।

ছেলেটা: ওকে।

।

তারপর তারা চলে গেলো।

আমি তিথুকে নিয়ে ভাসিটিতে থেকে বের হয়ে হাসপাতালে চলে আসলাম। তিথু হাতে পায়ে ফেটে গেছে তার জন্য। আমি তিথুকে কালকে ভাসিটিতে আসার জন্য বললাম।

তিথু: তুমি কেন বললে যে আমি কালকে থেকে ভাসিটিতে ড্রাগস ব্রিকি করবো।

আমি: তুমি চুপ চাপ কালকে ভাসিটিতে চলে আসবা।

কালকে আসলেই খেলা দেখতে পাবা।

।

আমি আর কোনো কথা না বলে চলে আসলাম বাসায়।

বাসায় এসে খেয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবছি G S এই বার তুই শেষ। ও হ্যা G S এর পুরো নাম হলো GANG STAR,

আমি শুয়ে একটা ফোন দিলাম। কালকে এখন খেলা হবে।

।

(ভালো লাগলে ফ্রেন্ড রিকু বা ফলো করতে ভুলবেন না কিন্তু। আর
হ্যা রিকু দিয়ে ছোট্ট একটা মেসেজ দিয়ে দিবেন।)

।

পরের দিন আমি একটু দেরি করেই ভাসিটির উদ্দেশ্যে বের
হলাম। সকালে আমাকে রাকিব আর তিথু ফোন দিয়েছিল। আমি
ওদের ভাসিটিতে আসতে বললাম।

আজকে আমি R15 v3 এর একটা বাইক নিয়ে আসলাম। আর
পোশাক তো চেনজ করেছি এটা বলতে হবে না। চোখে তো একটা
সানগ্লাস তো আছেই। একটু আমার আসল রূপে চলে আসলাম
ভাসিটিতে আজকে ঘারে ব্যাগের যায়গায় রয়েছে গিটার।

গেট দিয়ে ভাসিটিতে ঢুকলাম। কালকের মতো আজকেও সবাই
ভাসিটির মাঠে দারিয়ে আছে।

দেখলাম তিথু একা একপাশে দাড়িয়ে আছে। আর কালকে ছেলে
গুলো(G S) তারের গাড়ির পাশে চেয়ারে বসে আছে। মনে হয়
আনার অপেক্ষা করছে।

আমি বাইক নিয়ে গিয়ে তিথুর পাশে দাড়ালাম।

এমন সময় কালকের ছেলেটা বলে উঠল,,,,,,

ছেলেটাঃ এই তুই (আমাকে) ওই খানে না। সাইডে দাড়া।

আমিঃ ভাই আমি তো তিথুর পাশে দাড়াবো

কথাটা বলতেই সবাই আবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো। এটা
দেখার জন্য যে কার এত বড় সাহস যে g s গ্রুপের লোকজন দের
মুখের উপর কথা বলে।

আমি এটা দেখে চোখের সানগ্লাস খুলে ফেললাম।

আমাকে দেখেতো সবাই আবাক। বিশেষ করে তিথু,,,,,,

।

দৌড়াবে না হাটবে,,,,,,

#মাফিয়া_কিং (👑)

#পাটঃ৭

#লেখকঃnil meheraj (dada)

।

আজকের পাট থেকে রোমান্টিকতা ও মাফিয়ার পরিচয় দিবো।

।

আগের পাট গুলো আমার টাইম লাইনে দেওয়া আছে।

ছেলেটাঃএই তুই (আমাকে) ওই থানে না। সাইডে দাড়া।

আমিঃ ভাই আমিতো তিখুর পাশে দাড়াবো।

কথাটা বলতেই সবাই আবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো। এটা দেখার জন্য যে কার এত বড় সাহস যে g s গ্রুপের লোকজন দের মুখের উপর কথা বলে।

আমি এটা দেখে চোখের সানশ্লাস খুলে ফেললাম।

আমাকে দেখেতো সবাই আবাক।বিশেষ করে তিখু।

কালকের ছেলেটা বলে উঠল,,,,,,,,,,

ছেলেটাঃকিরে কালকে তো ছিলি মদন কু্‌মার,ফেঁত।আজকে আবার নায়ক এরমতো কেমনে হলি রে।

আমিঃএতদিন ছিলাম ছদ্মবেশে, আর আজকে আমি আমার আসল বেশে এসেছি।

।

ছেলেটার সাথে একজন বলে উঠলঃভাই এত কথা না বলে আসল কাজটা সেরে নিন।

ছেলেটাঃ ঠিকি বলেছিস। এই তুই (তিথুকে) এবার তো রাজি হয়েছিস
আমাদের কথা মতো কাজ করতে।

তিথুঃ কালকে বললাম না যে মরে গেলেও রাজি হবো না।

ছেলেটাঃ কিরে (আমাকে বলল) ওতো রাজি হচ্ছে না। আমরা

অলরেডি সব ভাসিটিতেই ড্রাগস এর ব্যবসা চলু করেছি।

আমিঃ ভাই তিথু রাজি হলেও আমি করতে দিবো না। আর আপনাদের
সব ব্যবসা আমি লাটে তুলে দিব।

ছেলেটাঃ কি তুই এত বড় কথা বলছিস।

তোর এত বড় সাহস তুই আমার সাথে মিথ্যা বলিস। আর হুমকি
দেস।

আমিঃ বলেছি এখন কি করবি বে।

ছেলেটাঃ দাড়া দেখাচ্ছি।

।

বলেই ছেলেটা তার কিছু লোকজন পাঠালো আমাকে মারার জন্য।

এদিকে আমার লোকজন চারিদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছিল G S গ্রুপ

কে। যেই আমাকে মারতে আসবে তখন আমি পকেট থেকে আমার

প্রিয় বার্মিজ টা বের করে আস্তে আস্তে এগুতো লাগলাম। ওরাও

আসতে লাগলো। আমার কাছে এসে যেই একজন আমাকে মারার

জন্য হাত উঠাতে যাবে এমন সময় আমি তার হাতের তালুতে

একটা পোছ মেরে দিলাম। সাথে সাথে ছেলেটা চিৎকার দিয়ে জায়গায়

বসে পড়ল। এর পর আরো কয়েক জন আসলো আমাকে মারতে।

তারা আমাকে চারদিকে থেকে ঘিরে ধরেছে। সবার হাতে রয়েছে

রামদা, হকি স্টি, ব্যাট ইত্যাদি ।

আর আমার হাতে মাএ একটা বার্মিজ। আমি জোরে বললাম আমার মেশিটা নিয়ে আয় তো রে।

।

কথাটা বলার সাথে সাথে ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন ছেলে বের হয়ে আসলো। যাকে দেখে G S গ্রুপের লোকগুলো জায়গায় দাড়িয়ে গেলো। এর কারন হলো আমার পিছনে থেকে M k গ্রুপের ডান হাত রাসেল বের হয়ে আসলো।আর এই M K গ্রুপ হলো MAFIA KING এর গ্রুপ। এই গ্রুপটাও বাংলাদেশের পাওয়ার ফুল গ্রুপ। রাসেল এসেই আমাকে বলতে লাগলো,,,,,,,,,,

রাসেলঃভাই আপনি ঠিক আছেন তো।আর এই নিন আপনার মেশিন। বলেই রাসেল আমাকে আমার শর্ট গান টা দিলো।যাতে সুন্দর করে আকা আছে M k। এটা আমার সবচেয়ে প্রিয় একটা গান। যেটা আমি সব সময় ব্যবহার করি)

আমিঃঠিক আছি রে।

রাসেলঃ ভাই এই শুয়োরের বাচ্চা নিশান এর কি করবো।

আমিঃতোর যা মনে চায় কর।ওর কতবড় সাহস ও আমার কলিজা তিখুর উপর হাত দিয়েছে।

(আমি কথাটা বলেই পাশে তাকিয়ে দেখি তিখু কেমন বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।)

আমিঃতিখু চলো আমার সাথে ওইদিকে। (পাশে খালি জায়গা দেখিয়ে।)

তিখুঃকে আপনি সেটা আগে বলেন(বাহহ একে বারে আপনিতে চলে গেলো)

আমিঃআগে ওই দিকে চলো।আর রাসেল আশে পাশে আমাদের কোনো
আড্ডা দেওয়ার স্থান আছে কি।

রাসেলঃ হুম ভাই।

আমিঃ বেটা গুলো সব কটাকে ওখানে নিয়ে রাখ আর আমি রাতে
এস ওর সাথে কথা বলবো।

রাসেলঃ ওকে ভাই।

।

(ভালো লাগলে ফ্রেন্ড রিকু বা ফলো করতে ভুলবেন না কিন্তু। আর
হ্যা রিকু দিয়ে ছোট্ট একটা মেসেজ দিয়ে দিবেন।)

।

তারপর আমি তিথুকে নিয়ে চলে গেলাম আমার প্রিয় বকুল গাছ
তলায়। তারপর তিথু বলা শুরু করলো,,,,,,,,,,,,,

তিথুঃ কে আপনি, আর রাসেল ভাইয়ার মতো বড় একজন আপনাকে
ভাই বলে সম্বোধনা দিলো কেন।

আমিঃআরে আপনি আপনি করছো কেন। আগে যেমন তুমি করে
বলতে এখন তাই করে বলবে।

তিথুঃ আগে বলেন আপনি কে।

আমিঃওকে বলছি।তুমি কি কখনো M K এর নাম শুনেছ। যাকে
মাফিয়া কিং বলে।

তিথুঃহুমমম এটা তো সবাই জানে। আর সেই গ্রুপের লিডার তো
মনে হয় দুবাই এ থাকে।

আমিঃহুমমম আমি হলাম মাফিয়া কিং এর লিডার।

তিথুঃকিহহহহহহ।

আমিঃ হুমমমম।

তিথুঃআগে বলেন নি কেন। আর আপনাকে আমি কত অপমান করেছি, মেরেছি। তখন কিছু বলেন নি কেন।

আমিঃআসলে আমি এই গ্যাং (G s) কে ধরার জন্যই এই ভাসিটিতে এসেছি। আর আমি তোমাকে কিছু করিনি তার কারন হলো তুমি রোহানের কথায় এসে আমাকে অপমান করছে, মেরেছো তাই কিছু বলিনি। আর এখনো আমাকে আপনি আপনি করে বলছো কেন।

তিথুঃ তুমি কিভাবে জানলে যে তারা এই ভাসিটিতেই আসবে।

আমিঃতারা শুধু এই ভাসিটিতেই নয়। এই শহরের প্রায় সব ভাসিটিতে এই ড্রাগস এর ব্যবসা করায়। এটাই ছিলো ওদের লাস্ট টার্গেট।

তিথুঃওহহহহ।

আমিঃএকটা কথা বলার ছিলো।

তিথুঃ কি কথা।

আমিঃআমি না তোমাকে ভালোবাসি। (মাথা নিচু করে)

তিথুঃতো আমি কি করবো।

আমিঃকি করবে মানে।

তিথুঃহুমমম কি করবো বলো।

আমিঃ আমাকে ভালোবাসবে।

তিথুঃবাসতে পারি দুই শর্তে।

আমিঃ কি শর্ত বলো।

তিথুঃআমাকে কখনো ভয় দেখানো বা মারা যাবে না।

আমিঃ ওকে আর একটা।

তিথু: আর একটা হলো এই ভাসিটিতে কখনো আমার উপরে কোনো কথা নলা যাবে না।

আমি: ডান।

তিথু: এখন প্রপোজ করো।

আমি: i love u.

তিথু: i hate u.

আমি: এটা কেন বললে।

তিথু: এটা কোনো প্রপোজ হলো নাকি যে ভালো মতো ans দিবো

আমি: ওকে আবার ট্রাই করি।

।

তারপর গাছে থেকে ছোট একটা বকুল ফুল সহ ফুলের ডাল
ভাংলাম। তারপর তিথুর সামনে হাটু গেরে বসে ফুলের ডাল টা
এগিয়ে দিয়ে বলতে লাগলাম,,,,,,

""জানিনা তোমাকে কতটা ভালোবাসি""

""জানিনা তোমার পাশে কতদিন বেচে থাকতে পারবো""

"" শুধু এটুকুই জানি যে যতদিন বেচে থাকবো ততদিন তোমাকে
নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে ভালোবাসবো""

"" তুমি হবে আমার পথ চলার সাথি""

"" যে পথে থাকবে শুধুই ভালোবাসা আর ভালোবাসা ""

"" হবে কি আমার নীরির আম্মু""

(কখনো কাউকে প্রপোজ করি নি তাই ভালো ভাবে লিখতে পারলাম
না)

।

(ভালো লাগলে ফ্রেন্ড রিকু বা ফলো করতে ভুলবেন না কিন্তু। আর
হ্যা রিকু দিয়ে ছোট্ট একটা মেসেজ দিয়ে দিবেন।)

।

বলেই আমি চুপ করে রইলাম।

এদিকে তিথু ভাবছে,,,,,

মাফিয়া হলে কি হবে এতো পুরাই রোমান্টিকতার ডিবা

কি সুন্দর করে প্রপোজ করলো। মনে হয় এর আগেও আরো কাউকে
প্রপোজ করেছে।

।

তিথুঃএর আগে কত জন কে প্রপোজ করেছে।

আমিঃ কাউকে করিনি তো কেন।

তিথুঃ তাহলে এত সুন্দর করে প্রপোজ করলে কেনে।

আমিঃ জানিনা। আর ফুল নিয়ে কি আমাকে তুলবা নাকি এমনেই
হাটু গেরে বসে থাকব।

তিথুঃ ওহহ সরি সরি উঠো। (ফুলের ডাল হাতে নিয়ে)

আমিঃহুমমম।

তিথুঃকখনো কোনো মেয়ের দিকে তাকাবা না ওকে।

আমিঃ তাকাবো কিন্তু বোন আর মায়োর দৃষ্টিতে।

তিথুঃহুমমম তাহলে তাকাবা ওকে।

আমিঃওকে। আর একটা কাজ করে দিবা এখন তুমি।

তিথুঃ কি কাজ।

আমিঃ আজকে যা হলো ভাসিটিতে যা হলো তা যেন এই ভাসিটির
বাহিরে না যায়।

তিথুঃওকে আমি সবাই বলে দিচ্ছি। এখন একটা হসগ দেওতো।
আমিঃ হুমমমমম।

।

তারপর আমি আর তিথু আবার মাঠে চলে আসলাম। সবাই যার
যার ক্লাসে যাচ্ছে। একটু আগেই রাসেল G s গ্রুপের সকলকে নতুন
আড্ডায় নিয়ে গেলো।

তিথু সকলকে বলে দিলো যে আজকে ভাসিটিতে যা হলো তা জেন
বাহিরে না। আর যদি যায় তাহলে সব কটাকে গাছে ঝুলিয়ে এমন
মার মারবো যে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে ফেলবি।

।

তারপর আমি গিয়ে বাইক নিয়ে আসলাম। আর তিথু যা করলো
তাতে আমি তো মনে হয় আকাশ থেকে নিচে পড়লাম।
আসলে তিথু,,,

।

চলবে,,,,,,,,,

#মাফিয়া_কিং (👑)

#পাটঃ৮

#লেখকঃnil meheraj (dada)

।

আগের পাট গুলো আমার টাইম লাইনে দেওয়া আছে।

।

তারপর আমি গিয়ে বাইক নিয়ে আসলাম। আর তিথু যা করলো

তাতে আমি তো মনে হয় আকাশ থেকে নিচে পড়লাম।

আসলে আমি বাইক নিয়ে আসার পর,,,,,,,,,,,,,

তিথুঃ বাইকটা কার।

আমিঃ কেন আমার।

তিথুঃএতদিন কই ছিলো।আগে তো দেখি নি।

আমিঃ কালকে রাতে কিনেছি।আর এত দিত সো-রুমে
ছিলো।

তিথুঃআচ্ছা চলো আজকে আমরা ঘুরে আসি।

আমিঃহুমমম চলো।

তিথুঃ তুমি পিছনে বসো আর আমি চালাবো বাইক।

আমিঃ না না বাবা আমি এতো তারাতাড়ি মরতে চাই না।

তিথুঃ সরতো।

বলেই সে আমার সামনে এসে আমাকে নামিয়ে দিয়ে সে বাইক এ
বসে স্টার্ট দিলো। তারপর আমাকে পিছনে বসিয়ে দিলো এক টান।
আর এটা দেখেই আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম।

।

তিথু বাইক চালাচ্ছে আর আমি পিছনে বসে আছি।

শুধু বসে নই পিছনে থেকে ওকে জরিয়ে ধরে আছি।রাস্তার সবাই
আমাদের দিকে একবার হলেও তাকাচ্ছে।জীবনে আজকে প্রথম কোনো
মেয়ে বাইকার এর পিছনে বসলাম।লজ্জায় তো আমার পেট পেঠে
যাচ্ছে।তার মধ্যে আবার তিথুকে জড়িয়ে ধরে আছি।ব্যাপারটা কেমন
আপনারাই বলেন।

চলে আসলাম একটা পার্কে।তিথু বাইক থামালো।

দুজনে মিলে চলে গেলাম পার্কের মধ্যে থাকা একটা ছোট্ট লেকের সামনে। চার পাশে রয়েছে নানান ধরনের গাছ। আশে পাশে আমাদের মতো আরো অনেক প্রেমিক প্রেমিকা তাদের একান্ত সময় কাটাতে ব্যাস্ত।

আমি আর তিখু বসে পড়লাম ঘাসের উপর।

তারপর আমরা দুজনে মিলে কিছু ফ্রন আড্ডা দিয়ে আমি আমার বাসায় আর তিখু তিখুর বাসায়।

।

আজকের দিনটা খুব আমার সারাজীবন মনে থাকবে। কারন আজকে আমি আমার ভালোবাসার মানুষকে পেয়েছি।যানি না কতো দিন থাকবে আমাদের এই ভালোবাসা। এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে গেছি নিজেও যানি না। সন্কার সময় কারো ফোনের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ফোনটা হাতে নিয়ে দেখি রাসেল ফোন দিয়েছে,,,,,,,,,,,,,

আমিঃহুমম রাসেল বল।

রাসেলঃভাই আপনি কই।

আমিঃকেন আমি তো বাসায় আছি।

রাসেলঃ আড্ডায় আসবেন না।

আমিঃ আচ্ছা শুন আমি তো আড্ডা দেওয়ার স্থান টা চিনি না। তুই আমাকে এসে নিয়ে যা।আনি তোকে আমার বাসার ঠিকানা মেসেজ করে দিচ্ছি

রাসেলঃওকে ভাই।

।

রাসেল এসে আমাকে আড্ডায় নিয়ে আসলো।

আমি আসা দেখে আমার গ্রুপের ছেলেদের দেখতে লাগলাম। দেখে বুঝলাম প্রায় সবাই নতুন। এটা দেখে আমি রাসেল কে বললাম,,,,,,,,,

রাসেল এগুলো কে কোথায় পেলি।এদের তো আমি চিনি না।

রাসেলঃভাই এগুলো এই শহরের আমাদের লোকজন।

আমিঃ ওহহহহহ।তা এরা কি করে।

রাসেলঃ ভাই এরা সাধারণ মানুষ। সেটেলমেন্ট এর কাজ করে আমার গ্রুপের নতুন সদস্যের একজন বলে উঠলঃ ভাই আপনি এতদিন আমাদের শহরে ছিলেন আমাদেরকে বলতেন যদি কোনো কাছে লাগতে পারতাম।

আমিঃ আরে এখন তো তোমরা আমার কাজে লেগেছো ভাই না। আরেকজনঃহুমমম ভাই।আর এতদিন আপনাকে তো দেখি নি আমরা।

আমিঃ দেশের বাহিরে ছিলাম তো ভাই দেখোনি।

রাসেলঃ ভাই চলেন ওদের খবর নিয়ে আসি।

আমিঃ আচ্ছা চল দেখি ওই গ্রুপের লোকজন গুলা কই।

রাসেলঃচলেন ভাই সবাইকে বেধে রেখেছি।

আমিঃতুই কি আমার বক্স টা এনেছিস।

রাসেলঃভাই ওটা সব সময় আমার কাছেই থাকে।

।

তারপর আমি রাসেল সহ আমার দলের সবাই মিলে চলে আসলাম সেই ঘরে যেখানে নীশান কে আর ওর লোকদের বেধে রাখা

হয়েছে। এসে আমি রাসেল কে বললাম,,,,,,,,,

রাসেল সব গুলোকে একসাথে জড়ো কর।

রাসেল: ওকে ভাই।

রাসেল সব গুলোকে একসাথে এনে আমার সামনে রাখলো। আনি
গিয়ে নীশান কে বললাম,,,,,,,,,

নীশান তোদের গ্রুপের লিডার কে বল।

নীশান: মরে গেলোও বলবো না। আর তোর মতো সামান্য এক পাতি
নেতা G S কে শেষ করবে এটা কখনোই সম্ভব না।

আমি: আমি পাতি নেতা না কি সেটা তোর বস জানে বুঝলি।

যদিও আমি তোর বস কে কখনো দেখিনি।

রাসেল: নীশান সময় থাকতপ বলে দে তোদের লিডার কে। নাম কি
ওর।

নীশান: বললাম না বলবো না।

আমি: বলবি না তো।

নীশান: না বলবো না।

আমি: তাহলে রেডি হ। রাসেল আমার বক্সটা নিয়ে আয়। আর বরফ
আনতে ভুলিস না কিন্তু।

রাসেল: ওকে ভাই।

তারপর রাসেল গিয়ে আমার প্রিয় বক্সটা আর বরফ নিয়ে আসলো।

আমি: রাসেল আমার গ্রুপের নতুন গুলা কি আমার সমন্ধে কিছু
জানে।

রাসেল: হুমমম ভাই।

আমি: আমার দেওয়া শাস্তি কি এরা সহ্য করতে পারবে।

রাসেল: তা তো বলতে পারলাম না।

আমি: এই তোমরা কি আমার শাস্তির ধরন দেখে সহ্য করতে পারবা।

একজন: হুমমম ভাই পাবো। দেখি আপনি কিভাবে দেন।

আমি: ওকে দেখো। কেউ যদি ভয় পাও তাহলে কিন্তুু
দল থেকে বের করে দিবো।

সবাই: ওকে ভাই।

।

তারপর আমি,,,,,,,,,

আমি: নীশান তোকে আমি শেষ বারের মতো বলছি বল তোদের
লিডার কে।

নীশান: তুই যত বার বলবি ততবারই বলবো যে আমি তোকে বলবো
না কে আমার বস।

আমি: ওকে দেখি তুই কতক্ষণ না বলে থাকতে পারিস।

।

বলেই আমি আমার বক্সটা খুললাম। সবাই আগ্রহ নিয়ে আমার দিকে
তাকিয়ে আছে। তারা হয়তো ভাবছে কি আছে এই বক্সের ভিতর।

আমি সেদিকে খেয়াল না করে বক্স থেকে একটা কালো কাচের
বোতল বের করলাম। সেটাতে কি আছে তা শুধু আমি আর রাসেল
জানি আর কেউ জানে না। তারপর বের করলাম একটা স্কু
ডাইভার। সাথে একটা হাতুড়ি আর লোহা বের করলাম সাথে একটা
মরিচের প্যাকেট।

।

(ভালো লাগলে ফ্রেন্ড রিকু বা ফলো করতে ভুলবেন না কিন্তু। আর হ্যা রিকু দিয়ে ছোট্ট একটা মেসেজ দিয়ে দিবেন।)

।

তারপর আমি গিয়ে নীশান এর হাতে নীশান এর পায়ের উপরে একটা লোহা গেড়ে দিলাম। এতে করে সে জোরে চিৎকার দিয়ে উঠে। তখন আমি আবার বলি নীশান এখনো সময় আছে বলে দে।কিন্তু সে বলবে না। তাই আমি আবার লোহাটা তুলে আবার তার পাশেই মারতে লাগলাম।এবারো সে চিৎকার দিয়ে উঠে। আমি আর জিজ্ঞেস না করে একের পর এক লোহার তার পায়ের উপরে গেরে গেরে এক প্রকার গর্ত করে ফেললাম। এখনো নীশান মুখ খুললো না।

তাই আমি বলতে লাগলাম,,,,,,,,,,,,,

আমিঃ আমি দেখ নীশান তুই কিন্তু আমাট দেওয়া শাস্তি সহ্য করতে পারবি না।তাই বলে দে তোর লিডার এর পরিচয়।

নীশানঃ তোর যা ইচ্ছা কর আমি বলবো না আমার বসের পরিচয়।

আমিঃ ওকে।রাসেল বোতলটা নিয়ে আয়তো।

রাসেল এসে আমাকে কালো বোতলটা দিয়ে দিলো।

আমি বোতলটা নিয়ে নীশানের পায়ের কাছে গিয়ে বোতলটা উচু করে ধরে বোতল থেকে কিছু তরল পদার্থ ঢেলে দিলাম। সাথে সাথে নীশান তো কাটা মুরগির মতো লাফাতে লাগলো। লাফাতে লাফাতে চেয়ার সহ সে পড়ে গেলো।পড়ে গিয়ে কাতরাতে লাগলো।

এদিকে আমার দলের নতুন গুলোর মধ্যে সবাই হয়তো বুঝতে পেরেছে যে বোতলে কি ছিলো। তাই একজন তো সাথে সাথে

যেখানে ছিলো সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো। আর অন্য গুলোতো
চোখ বন্ধ করে নিয়েছে। বোতলের মধ্যে এসিড ছিলো।

এর পর আমি যা করলাম তা দেখেতো সবাই বাহিরে চলে গেলো।
আসলে আমি নীশান এর পায়ে এসিড দিয়ে তার উপরে
একটু,,,,,,,,,,,,,

।

চলবে,,,,,,,,,,,,,

#মাফিয়া_কিং (👑)

#পাটঃ৯

#লেখকঃnil meheraj (dada)

।

আগের পাট গুলো আমার টাইম লাইনে দেওয়া আছে।

।

এর পর আমি যা করলাম তা দেখেতো সবাই বাহিরে চলে গেলো।
আসলে আমি নীশান এর পায়ে এসিড দিয়ে তার উপরে একটু
মরিচের গুড়া দিয়ে দিলাম। এবার তো সে আহহহহহহহহহ বলে
চিৎকার দিয়ে দিলো অনেক জোরে। আমি তো তার চিৎকার শুনে
আরো একটু এসিড দিলাম। তাপর একটু মরিচের গুড়া
এবার আর নীশানকে পায় কো। সে তো আহহহহহ করে করে উঠছে।

।

তারপর আমি আবার তাকে বললাম,,,,,,,,,,,,,

আমিঃ কিরে নীশান এখনো কি বলবি না কে তোর লিডার।

নীশানঃ তোকে তো আগেই বলেছি মরে গেলেও বলবো না।
আমিঃওকে তাহলে এবার নতুন থেরাপির জন্য প্রস্তুতি নে।
বলেই আবার আমি তার অন পায়ে ঠিক আগের মতো গর্ত
করলাম। সে তো চিল্লাতেই আছে।তারপর আবার বস্ত্রের কাছে
গেলাম। গিয়ে আবার একটা ছোট্টো কালো কাচের বোতল নিয়ে
আসলাম।

আমি এবার বোতলটার মুখটা খুললাম।তারপর আমি বোতল থেকে
একটু(,,,,) চামুচ দিয়ে তুলে পায়ের মধ্যে একটু একটু করে ছিটিয়ে
দিলাম।

আর রাসেলকে বললাম নীশানের হাত খুলে দিতে।

একটু পরই খেলা শুরু হলো। আমি সবাই কে ভিতরে ডেকে নিয়ে
আসলাম। সবাই এসে দেখলো যে নীশান চিৎকার করছে আর
লাফালাফি করছে।কিন্তু কেউ বুঝছে না এত চোট নিয়েও সে কেমনে
লাফালাফি করছে।

।

আসলে আমি নীশান এর পায়ে পরে যে গর্ত টা করলাম সেটাতে
এক চামুচ বিলাই চিমটি বোতল থেকে বের করে দিয়েছি। তাই সে
উঠে নাচানাচি শুরু করেছে। আমিসহ আর বাকিদের নিয়ে ওই রুমে
থেকে বের হয়ে রুমের দরজা লাগাই দিয়ে বাহিরে চলে আসলাম।

তারপর,,,,,

আমিঃ রাসেল যে অজ্ঞান হয়েছে সে কই।

রাসেলঃ ওরে বাসায় পাঠাই দিছি।

আমিঃ ওরে আবার পরে নিয়ে আসিস সুস্থ হলে।

একজন বললঃভাই একটা কথা বলি।

আমিঃ বলো কি বলবা।

সেঃআপনাকে কে এই রকম সুন্দর শাস্তি দেওয়ার স্টাইল টা শিখাইছে।

আমিঃআমি নিজেই শিখছি।এরকম আরো অনেক শাস্তি দেওয়ার স্টাইল আমার শিখা আছে।

অন্য একজনঃ আমাদের দেখাবেন ভাই একটু।

আমিঃ তোমরা তো ভয় পাও।

সেঃভাই আমরাতো এর আগে কখনো এমন ভয়ানক শাস্তি দেখিনি তাই একটু ভয় পাই।

রাসেলঃভাই ওদেরও একটু একটু করে দেখাই তাহলে ভয় কেটে যাবে।

আমিঃ ওকে দেখাবো।এখন আমি বাসায় চলে যাব।

রাসেলঃ ভাই আমি কি অাপনাকে বাসায় ছেড়ে আসবো।

আমিঃ আরে না আমি একাই যাব। তুই এখানে থাক আর নীশান হয়তো এতো ফ্রনে বরফ গুলো ওর পায়ে লাগিয়ে শেষ করেছে। তুই ওর থেকে কথা বের করিস। আর না পারলে আমি কালকে আবার নতুন স্টাইল এ শাস্তি দিবো।

রাসেলঃওকে ভাই।

।

তারপর আমি চলে আসলাম আমার বাসায়। আসার সময় খাবার কিনে আনলাম।তারপর খেয়ে দেয়ে নিজের রুমে চলে আসলাম। এসে খাটে শুয়ে তিখুর কাছে ফোম দিলাম। একটু পর সে ফোন টা পিক

করলো,,,,,,,,,

আমি: হ্যালো সোনা কি করো।

তিথু:এইতো খেয়ে এসে নিজের রুমে শুয়ে পড়লাম।

আমি:ওহহহ গুড।

তিথু:তুমি খেয়েছো।

আমি: হুমমম একটু আগেই খেয়ে এসে শুয়ে তোমাকে ফোন দিলাম।

তিথু: তা এত ক্ষণ পর আমার কথা মনে পরলো নাকি হুমম।

আমি: আরে না একটা কাজ করতে গেছিলাম।

তিথু: কি কাজ করতে গেছিল।

আমি: আরে নীশান এর সাথে কথা বলতে।যাতে জানতে পারি কে ওদের লিডার।

তিথু: ওহহহ।কিছু জানতে পসরলে।

আমি: নাহহহ।শালায় যে এত কিপ্টা।মুখ দিয়ে একটা কথাও বের করলো না।

তিথু: ওহহহহ।

।

তিথুর সাথে আরো কিছুক্ষণ কথা বলে রেখে দিলাম। তারপর রাকিব কে ফোন দিলাম,,,,,,,,,

আমি: কিরে শালা রাকিব্বা কি করোছ।

রাকিব: কে বলছে।।(চিনেও না চেনার ভান করছে)

আমি: শালায় ফাজলামি বাদ দিয়ে বল কি করিস।

রাকিব: শুয়ে আছি

আমি: ওহহহ।আচ্ছা তুই কি কোনো কারনে ভয় পেয়েছিস নাকি।

রাকিবঃ আসলে আপনি কে।

আমিঃ শালা আমি নীল।

রাকিবঃ কালকে একটু তারাতারি কলেজ এ আইসেন তো।

আমিঃ কেন।

রাকিবঃ কাজ আছে।

আমিঃ ওকে।

বুঝলাম না হালায় আজ কেন এমন কইরা কথা কইলো।

।

পরের দিন আবার হিরোর মতো করে সেজে ভাসিটিতে গেলাম। কারন এখন প্রায় সবাই আমাকে চিনে। কারন কালকে আমি কয়েক জন কে পিটাইছিলাম তাই।

আমি গিয়ে বাইকটা বকুল গাছের নিচে রেখে দিয়ে রাকিবের কাছে গেলাম। আসার সময় তিখু কেও আসতে বলেছি। রাকিব আর তিখু বসে বসে গল্প করছে। আমি আসতে দেখে তিখু বলতে

লাগলো,,,,,,,,,,,,,

তিখুঃ কি ব্যাপার আজকে এত তারাতারি আসতে বললে কেন।

আমিঃ আমি কি জানি রাকিব ই তো আজকে তারাতারি আসতে বলছে।

রাকিবঃ হুমমম আমি আজকে তারাতারি আসতে বলেছি।

আমিঃ কিসের জন্য তারাতারি ডাকছিস বলতো শুন।

রাকিবঃ ভাই আপনার আসল পরিচয় কি।

(আমি আর তিখু তো রাকিবের কথা শুনে আবাক)

আমিঃকি বললি আবার বল।

রাকিবঃ ভাই অপনার আসল পরিচয় কি। যদি একটু বলতেন।

আমিঃআবে হালা আমি তোর বন্ধু নীল মেহেরাজ।

রাকিবঃ তাহলে কালকে রাসেলের মতো বড় মাকিয়া আপনাকে ভাই বললকে হুমমম।

আমিঃ আরে সেটা বড় একটা কাহিনী তোকে পড়ে বলবো নি। আর একবার যদি আমাকে আপনি করে বলছিস তো দেখবি তোকে কি করি।

তিথুঃ রাকিব আমি তোমাকে পরে সব বলবো নি।

রাকিবঃ ওকে আপু।

আমিঃচল ক্লাসে গিয়ে বসি।

রাকিবঃ চল আজকে ঘুরতে যাই সবাই মিলে।

তিথুঃনীল তুমি কি যাবা।

আমিঃ রাকিব তোর বউ যাবে

রাকিবঃ বললে মনে হয় যাবে।

আমিঃ তাহলে ফোন করে দেখ যাবে কি না।

রাকিবঃ ওকে। (বলেই ও ফোন করতে পার্শে চলে গেলো)

তিথুঃআচ্ছা নীল তুমি যে কালকে নীশান কে ধরে নিয়ে গেলে কিছু জানতে পেরেছো কি।

আমিঃ না সালায় কিছুই বলছে না।

তিথুঃ ওহহহ

এরই মধ্যে রাকিব চলপ আসলো,,,,,

রাকিবঃ নীল চল রুহিকে ওর বাসা থেকে নিতে হবে।

আমিঃ তোর বাইক কনে।

রাকিবঃ পাশেই রাখা আছে।

তিথুঃ চলো তাহলে ঘুরে আসি।

।

(ভালো লাগলে ফ্রেন্ড রিকু বা ফলো করতে ভুলবেন না কিন্তু। আর হ্যা রিকু দিয়ে ছোট্ট একটা মেসেজ দিয়ে দিবেন।)

।

তারপর আমরা তিন জনে রুহিরে বাড়ির সামনে থেকে রুহিকে নিয়ে চলে গেলাম ঘুরতে। বিকেলে চলে আসলাম বাসায়। আজকে আমরা অনেক জায়গায় ঘুরলাম। যার নাম আমারও মনে নাই। বাসায় আসার আগে তিথু কে ওর বাসায় নামিয়ে দিয়ে এসেছি। বাসায় এসে খাওয়া দাওয়া, গোসল ইত্যাদি করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো। চলে গেলাম আড্ডায়। সেখানে গিয়ে দেখি সবাই কার্ড, কেরাম খেলায় ব্যাস্ত। আমাদের আসা দেখে সবাই সালাম দিলো আমিও সালামের উত্তর নিয়ে রাসেল কে বললাম,,,,,

আমিঃকিরে রাসেল কিছু বলছে নীশান এ।

রাসেলঃ না ভাই।

আমিঃ ওকে না বলল। আজকে রাতেই সব বলে দিবে।

আজকে তো দেখ কি করি।

।

আলপ আসলাম নীশান কে যেরুমে রাখা হয়েছে সেই রুমে। তারপর কোনো কথা না বলে। একটা টেপ নিয়ে সোজা মুখে মেরে দিলাম।

তারপর একটা প্লাস হাতে নিলাম। সে নরাচরা করতে পাচ্ছে না।

আমি গিয়ে ওর দুই না প্লাস দিয়ে চেপে ধরলাম। চাইলে আমি হাত

দিয়েও ধরতে পারতাম কিন্তু তাতে সে নরাচরা করতে পারতো।
কোনো অসুবিধা হতো না।প্লাস দিয়ে ধরলে সে যত নরবে ঠিক
ততটা ব্যাথা পাবে। নাক মুখ বন্ধ থাকার ফলে সে নিশ্বাস নিতে
পারেনি বিধাই চোখ বন্ধ হয়ে আসছিলো। তারপর সব খুলে দিলাম।
।

এর পর যা করলাম তাতে সব বলতে শুরু করলো।আসলে আমি
তার,,,,,,,,,

।
চলবে,,,,,,,,

#মাফিয়া_কিং (👑)

#পাটঃ১০

#লেখকঃnil meheraj (dada)

।
আগের পাট গুলো আমার টাইম লাইনে দেওয়া আছে।

।
প্লাস দিয়ে ধরলে সে যত নরবে ঠিক ততটা ব্যাথা পাবে। নাক মুখ
বন্ধ থাকার ফলে সে নিশ্বাস নিতে পারেনি বিধাই চোখ বন্ধ হয়ে
আসছিলো। তারপর সব খুলে দিলাম।এর পর যা করলাম তাতে সব
বলতে শুরু করলো।

।
আসলে আমি কালকের মতো করে আজকে তার দুই হাতেই গর্ত
করলাম। তারপর এসিড+মরিচের গুড়া+বিলাই চিমটি একসাথে দিয়ে
ছিলিলাম।হাত থেকে রক্তা পরতে লাগলো। নীশান তো সেখানে হাত
দিতে পারছে না।কারণ তার দুই হাতেই গর্ত করে দিয়েছি। সে সহ্য

করতে না পেরে,,,,,,,,,,,,,

নীশানঃ ভাই আমি সব বলবো ভাই। আগে আমাকে একটু বরফ এনে দিন।

আমিঃ রাসেল ওর হাতের ক্ষত টাতে বরফ এনে লাগিয়ে দে তো।

রাসেলঃওকে ভাই। (বলেই সে বরফ এনে লাগিয়ে দিল)

আমিঃ এখন বল তোকে কে পাঠিয়েছিল। আর তোদের লিডার কে।

নীশানঃ ভাই আমাদের লিডার তো দেশের বাহিরে থাকে। আর এখানে আমাদেরকে লিড দেয় রূপক ভাই।

আমিঃএ কি সেই রূপক যে (.....) মন্ত্রী কে মেরেছিল।

নীশানঃ হুমমম ভাই। এই রূপক ভাই মন্ত্রী কে মেরে অাফ্রিকায় চলে যায়।

আমিঃ তাহলে এই রূপকইই তোদের বস কে চিনে। তোরা চিনিস না।

নীশানঃনা ভাই।

আমিঃ পুলিশ কি জানে যে রূপক ইইই মন্ত্রী কে মেরেছে।

নীশানঃ হুমমম এটা তো সবাই জানে। কিন্তু কেউ কিছু করতে পারে না।

আমিঃ কেন।

নীশানঃকারণ হলো আফ্রিকার ডন তাকে প্রমোট দিয়েছে।

আমিঃ ওহহহহ। এখন রূপক কে কোথায় পাব বল।

নিশানঃ তোকে কোথাও যাওয়া লাগবে না বে কুণ্ডার বাচ্চা।

আমিঃকিরে হঠাৎ করে আবার তোর এত সাহস আসছে কই থেকে।

নীশানঃ আমি রূপক ভাই কে এখানে আসতে বলেছি বুঝছিস। মরবি তো একটু জেনেই মর কে G S গ্রুপের লিডার। রূপক ভাই এসে তোকে সব বলবে।

আমিঃওকে ফাইন। কিন্তু নীশান তুই যে আমাকে গালি দিয়ে অনেক

বড় ভুল করলি। এবার তার মাসুল দে।

(বলেই আমি ওর মুখের মধ্যে এসিডের বোতলটা থেকে এসিড ঢেলে দিলাম।)

আমিঃ তুই বকা না দিলে হয়ত তুইও বেচে থাকতি রে।

রাসেলঃ ভাই এতো কোনো কথা বলতে পারতেছে না। শুধু গল, গল, গল, গল করতেছে।

আমিঃ ওর মুখে মরিচের গুড়া ঢেলে দে। ওর কত বড় সাহস এই নীল কে ও বকা দেয়।

রাসেলঃ ভাই ও তো (নীশান) এমনিতে মরবে।

আমিঃ মরবে এটা সত্যি। কিন্তু আমাকে বকা দেওয়ার ফল তো নিশ্চয় ওকে পেতে হবে। ঢেলে দে মরিচের গুড়া।

রাসেলঃ ওকে ভাই।

তারপর রাসেল গিয়ে মরিচের গুড়া ঢেলে দিলো।

।

মরিচের গুড়া দেওয়ার সাথে সাথে নীশানের হাত পা খুলে দিলাম।

সে হাত পা খুলার সাথে সাথেই নিজের হাত মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো। তার হাতে যে ক্ষত রয়েছে তার কো ভ্রক্ষেপ নাই তাই।

কিন্তু অপসোস সে আর চাইলেও বাচবে না। কারন এতোক্ষণে এসিড তার গলার শিড়া দিয়ে নেমে পেট অবদি পৌঁছে গেছে।

।

আমিঃ রাসেল তোরা এখন সব সময় রেডি হয়ে থাকবি ওকে।

রাসেলঃ কেন ভাই।

আমিঃ আরে রূপক নাকি ওর দলবল নিয়ে যখন তখন আক্রমণ করতে পারে।

রাসেলঃ ওহহহহ। আচ্ছা ভাই আপনি কি রূপক কে চিনেন

আমিঃ আরে না। একবার মনে হয় খবরের কাগজে পড়ে ছিলাম।

রাসেলঃওহহহ। কিন্তু নীশান তো বলল আজকেই নাকি রূপক আসবে।

আমিঃ বলল তো তাই। কিন্তু আমার মনে হশ আজকে সে আসবে না। কারণ আসলে সে এত ঝন এসে যেত।

(এমন সময় বাহিরে থেকে কয়েকটা গুলি চলার শব্দ শুনতে পেলাম।)

রাসেলঃ ভাই রূপক মনে হয় এসে গেছে।

আমিঃআমরা এখানে কতজন আছি।

রাসেলঃ ২৫-৩০ জন তো হবেই।

আমিঃ ওকে গুড সবাইকে রেডি হতে বল।

রাসেলঃ ওকে ভাই। আর আপনার বার্মিজ আর মেশিন টা নিবেন না।

আমিঃ হুমমম দিয়ে যা।

রাসেলঃএই নেন ভাই(পকেট থেকে বের করে দিলো)

।

(ভালো লাগলে ফ্রেন্ড রিকু বা ফলো করতে ভুলবেন না কিন্তু। আর হ্যা রিকু দিয়ে ছোট্ট একটা মেসেজ দিয়ে দিবেন।)

।

তারপর রাসেল সবাই কে এলার্ট করে দিলো যে রূপক ওর দলবল

দিয়ে এসেছে। সবাই তখন নিজের পজিশন এ দাড়িয়ে গেলো। যা

ছিলো আমার পরিকল্পনা। আমি সকলকে এই আড্ডার বিভিন্ন

জায়গায় বিভিন্ন রকম ভাবে লুকিয়ে থাকার স্থান দেখিয়েছি।

আমি আর রাসেল দুজনে বসে বসে ক্যারাম খেলতেছি। রাস

অনুমানিক ১০ঃ৩০ এর উপরে বাজে।

হঠাৎ করে কে যেন আমাদের আড্ডার দরজায় কয়েক টা গুলি

করে। এবং সাথে সাথে দরজার ছিটকিনি টা উড়ে এসে পরে মেঝে

তে। আমি রাসেল তখনও ক্যারাম খেলতেছি। এদিকে রূপক ওর দল

বল নিয়ে রুমে ঢুকে রুমের মাঝখানে এসে দাড়িয়ে দেখে ওর লোক
নীশান মেঝেতে পড়ে আছে। আমি ওদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম
ওরা মনে হয় ৪০-৪৫ জন এর মতো হবে। আর আমি নীশান এর
সাথে যাদেরকে ধরেছিলাম। ওদেরকে আমি অন্য জায়গায় নিয়ে
রেখেছি। এখানে থাকলে আমাদের জন্য বেশি ক্ষতি কর হয়ে
যত। এতে করে রূপক এর লোকজন আরো বেড়ে যেত। হঠাৎ করে
রূপক সহ ওর লোকজন আমার আর রাসেলের দিকে গুলি মারলে
লাগে। আমি আর রাসেল বোর্ড দিয়ে নিজেদেরকে সুরক্ষিত করে
ফেলি। এটা আমাদের বিশেষ করে বানানো বোর্ড বুলেট প্রভ।

।
হঠাৎ করে লাইট অফ হয়ে গেলো। এতক্ষণে আমি ওদের (রূপক সহ
ওর লোকজন এর) পজিশন মুখস্থ করে ফেলেছি। আমার সাথে সাথে
রাসেলও তাই করলো। আমার লোকজন, আমি আর রাসেল লাই অফ
হওয়ার সাথে সাথেই গুলি ছুরতে লাগলাম।

রুমের মধ্যে খালি গুলির শব্দ চলছে। আর রূপক এর দলের
ছেলেরা নিচে পরে যাচ্ছে। ওরার রুমের চারিদিকে গুলি চালাতে
লাগলো।

হঠাৎ করে আমি নিচে অনুভব করলাম আমার পায়ের নিচে কেমন
যেন ভিজা ভিজা। গুলির শব্দও কেমন যেন কমে গেলো। আমিও
জোরে করে বলে উঠলাম লাইন অন কর। সাথে সাথেই লাইট অন
হলো। তারপর আমি সামনে তাকিয়ে দেখলাম যে রূপকের দলের
আর মাএ ৭ জন ছেলে বেচে আছে আর রূপক গ্রী পায়ে আর রানে
২ টা গুলি লেগেছে। আর আমার পায়ের নিচে ভিজা অনুভব
করলাম এটা হলো আমার রক্ত। আমার হাতে গুলি লেগেছে। আমার
লোকজন গুলো এত ক্ষণে রূপক সহ ওর লোকজন দের ঘিরে
ধরছে। আর আমি পকেট থেকে রুমালটা বের করে নিজের হাত

বেধে নিলাম। আর রাসেল এটা দেখেই তো বলতে লাগলো,,,,,,,,

রাসেল: ভাই আপনার কি হয়েছে।

আমি: আরে কিছু না চল আগে ওর (রূপকের)খবরটা নিয়ে আসি।

রাসেল:ভাই আপনার তো গুলি লেগেছে। চলেন আগে হাসপাতালে যাই

আমি: আরে তুই টেনশন করিস না। আমি ঠিক আছি।

রাসেল: ভাই রক্ত পরতেছে তো।

আমি: আরে কিছু হবে না। এখন চল এদের আগে দেখি।

বলেই রূপকের কাছে গিয়ে আমি বলতে লাগলাম,,,,,,,,,,,,,

আমি:রূপক ভাই আসসালামু আলাইকুম।

রূপক: কুওর বাচ্চা তুই নীশান কে মেরেছিস তাই না।

আমি:ভাই ভালো মতো সালাম দিলাম আর আপনি গালাগালি
করছেন।

রূপক: তুই জানিস না তুই কার লোককে মেরেছিস।

আমি:ভাই আমি কার লোককে মেরেছি একটু বলবেন।

রূপক: তুই আফ্রিকার বড় ড্রাগ ব্যবসায়ি ক্যারিও কার্লো এর
লোকদের উপর হাত তুলেছিস।এবার তুই আর বাচতে পারবি
না।কিন্তু,,,,

আমি: কিন্তু কি ভাই।

রূপক: তুই যদি যাস আমি তোকে আমাদের আমাদের দলে নিতে
পারি।আর জীবনটাও বেচে যাবে।

আমি: আর আমি যদি না যাই আপনাদের দলে তাহলে মেরে ফেলবে
আমাকে।

রূপক: হুমমমম।তু জানিস না তার সাথে কত বড় বড় লোকজনের
সম্পর্ক আছে।

আমি: ভাই আপনি জানেন আমি কে।

রূপক:হুমমম জানি তো।তুই মাফিয়া কিং এর ডান হাত নীশান

বলেছে।

আমিঃ হাহাহাহাহা তাই

রূপকঃহাসছিস কেন

আমিঃ আমি মাফিয়া কিং এর লিডার

রূপকঃ কিহহহহ তুই। সেই নীল মেহেরাজ যে কিনা দুবাইয়ে ডন
ফিরোজ কে মেরেছিস।

আমিঃ কি মনে হয়।

রূপকঃ হাহাহা আমার বিশ্বাস হয় না।

আমিঃ রাসেল ফিরোজ এর ভিডিওটা দেখাতো।

(রাসেল এসে ফোন বের করে ফিরোজ এর ভিডিও টা দেখাতে
লাগলো।)

রূপকঃ (ভিডিও দেখে চুপ করে আছে।)

(পাঠকরা আপনাদের আমি একটু পর ফিরোজের কাহিনী বলবো এখন
আগে রূপকের টা বলি)

আমিঃ আচ্ছা ভাই কি করলে আপনার বস এদেশে আসবে।

রূপকঃআমি যদি ফোন করে বলি তাহলে চলে আসবে।

আমিঃ ওকে ফোন কর তারাতারি।

রূপকঃ বস আসলে তুই বাচতে পারবি না বো।আর আমি ফোন
করবো না।

আমিঃ তোকে এখন বেশি কিছু করবো শুধু একটু,,,,,,,,,

।

চলবে,,,,,,,,,

#মাফিয়া_কিং (👑)

#পাটঃ১০

#লেখকঃnil meheraj (dada)

|

আগের পাট গুলো আমার টাইম লাইনে দেওয়া আছে।

|

প্লাস দিয়ে ধরলে সে যত নরবে ঠিক ততটা ব্যথা পাবে। নাক মুখ বন্ধ থাকার ফলে সে নিশ্বাস নিতে পারেনি বিধাই চোখ বন্ধ হয়ে আসছিলো। তারপর সব খুলে দিলাম।এর পর যা করলাম তাতে সব বলতে শুরু করলো।

|

আসলে আমি কালকের মতো করে আজকে তার দুই হাতেই গর্ত করলাম। তারপর এসিড+মরিচের গুড়া+বিলাই চিমটি একসাথে দিয়ে ছিলিলাম।হাত থেকে রক্তা পরতে লাগলো। নীশান তো সেখানে হাত দিতে পারছে না।কারণ তার দুই হাতেই গর্ত করে দিয়েছি। সে সহ্য করতে না পেরে,,,,,,,,,,,,,

নীশানঃ ভাই আমি সব বলবো ভাই। আগে আমাকে একটু বরফ এনে দিন।

আমিঃ রাসেল ওর হাতের ক্ষত টাতে বরফ এনে লাগিয়ে দে তো।

রাসেলঃওকে ভাই। (বলেই সে বরফ এনে লাগিয়ে দিল)

আমিঃ এখন বল তোকে কে পাঠিয়েছিল। আর তোদের লিডার কে।

নীশানঃ ভাই আমাদের লিডার তো দেশের বাহিরে থাকে।আর এখানে আমাদেরকে লিড দেয় রূপক ভাই।

আমিঃএ কি সেই রূপক যে (.....) মন্ত্রী কে মেরেছিল।

নীশানঃ হুমমম ভাই। এই রূপক ভাই মন্ত্রী কে মেরে অাফ্রিকায় চলে যায়।

আমিঃ তাহলে এই রূপকইই তোদের বস কে চিনে। তোরা চিনিস না।

নীশানঃনা ভাই।

আমিঃ পুলিশ কি জানে যে রূপক ইইই মন্ত্রী কে মেরেছে।

নীশানঃ হুমমম এটা তো সবাই জানে। কিন্তু কেউ কিছু করতে পারে না।

আমিঃ কেন।

নীশানঃকারণ হলো আফ্রিকার ডন তাকে প্রমোট দিয়েছে।

আমিঃ ওহহহহ। এখন রূপক কে কোথায় পাব বল।

নীশানঃ তোকে কোথাও যাওয়া লাগবে না বে কুণ্ডার বাচ্চা।

আমিঃকিরে হঠাৎ করে আবার তোর এত সাহস আসছে কই থেকে।

নীশানঃ আমি রূপক ভাই কে এখানে আসতে বলেছি বুঝছিস। মরবি তো একটু জেনেই মর কে G S গ্রুপের লিডার। রূপক ভাই এসে তোকে সব বলবে।

আমিঃওকে ফাইন। কিন্তু নীশান তুই যে আমাকে গালি দিয়ে অনেক বড় ভুল করলি।এবার তার মাসুল দে।

(বলেই আমি ওর মুখের মধ্যে এসিডের বোতলটা থেকে এসিড ঢেলে দিলাম।)

আমিঃ তুই বকা না দিলে হয়ত তুইও বেচে থাকতি রে।

রাসেলঃ ভাই এতো কোনো কথা বলতে পারতেছে না।শুধু গল, গল, গল, গল করতেছে।

আমিঃ ওর মুখে মরিচের গুড়া ঢেলে দে।ওর কত বড় সাহস এই নীল কে ও বকা দেয়।

রাসেলঃভাই ও তো(নীশান) এমনিতে মরবে।

আমিঃ মরবে এটা সত্যি। কিন্তু আমাকে বকা দেওয়ার ফল তো নিশ্চয় ওকে পেতে হবে। ঢেলে দে মরিচের গুড়া।

রাসেলঃওকে ভাই।

তারপর রাসেল গিয়ে মরিচের গুড়া ঢেলে দিলো।

।

মরিচের গুড়া দেওয়ার সাথে সাথে নীশানের হাত পা খুলে দিলাম।
সে হাত পা খুলার সাথে সাথেই নিজের হাত মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে
দিলো। তার হাতে যে ক্ষত রয়েছে তার কো ভ্রক্ষেপ নাই তাই।
কিন্তু অপসোস সে আর চাইলেও বাচবে না। কারন এতোক্ষণে এসিড
তার গলার শিড়া দিয়ে নেমে পেট অবদি পৌঁছে গেছে।

।

আমিঃ রাসেল তোরা এখন সব সময় রেডি হয়ে থাকবি ওকে।
রাসেলঃকেন ভাই।

আমিঃআরে রূপক নাকি ওর দলবল নিয়ে যখন তখন আক্রমণ
করতে পারে।

রাসেলঃ ওহহহহ।আচ্ছা ভাই আপনি কি রূপক কে চিনেন
আমিঃ আরে না।একবার মনে হয় খবরের কাগজে পড়ে ছিলাম।
রাসেলঃওহহহ। কিন্তু নীশান তো বলল আজকেই নাকি রূপক
আসবে।

আমিঃ বলল তো তাই। কিন্তু আমার মনে হশ আজকে সে আসবে
না।কারন আসলে সে এত ক্ষন এসে যেত।

(এমন সময় বাহিরে থেকে কয়েকটা গুলি চলার শব্দ শুনতে
পেলাম।)

রাসেলঃ ভাই রূপক মনে হয় এসে গেছে।

আমিঃআমরা এখানে কতজন আছি।

রাসেলঃ ২৫-৩০ জন তো হবেই।

আমিঃ ওকে গুড সবাইকে রেডি হতে বল।

রাসেলঃ ওকে ভাই।আর আপনার বার্মিজ আর মেশিন টা নিবেন না।

আমিঃ হুমমম দিয়ে যা।

রাসেলঃএই নেন ভাই(পকেট থেকে বের করে দিলো)

।

(ভালো লাগলে ফ্রেন্ড রিকু বা ফলো করতে ভুলবেন না কিন্তু। আর হ্যা রিকু দিয়ে ছোট্ট একটা মেসেজ দিয়ে দিবেন।)

।

তারপর রাসেল সবাই কে এলার্ট করে দিলো যে রুপক ওর দলবল দিয়ে এসেছে। সবাই তখন নিজের পজিশন এ দাড়িয়ে গেলো। যা ছিলো আমার পরিকল্পনা। আমি সকলকে এই আড্ডার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ভাবে লুকিয়ে থাকার স্থান দেখিয়েছি। আমি আর রাসেল দুজনে বসে বসে ক্যারাম খেলতেছি। রাস অনুমানিক ১০ঃ৩০ এর উপরে বাজে।

হঠাৎ করে কে যেন আমাদের আড্ডার দরজায় কয়েক টা গুলি করে। এবং সাথে সাথে দরজার ছিটকিনি টা উড়ে এসে পরে মেঝেতে। আমি রাসেল তখনও ক্যারাম খেলতেছি। এদিকে রুপক ওর দল বল নিয়ে রুমে ডুকে রুমের মাঝখানে এসে দাড়িয়ে দেখে ওর লোক নীশান মেঝেতে পড়ে আছে। আমি ওদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওরা মনে হয় ৪০-৪৫ জন এর মতো হবে। আর আমি নীশান এর সাথে যাদেরকে ধরেছিলাম। ওদেরকে আমি অন্য জায়গায় নিয়ে রেখেছি। এখানে থাকলে আমাদের জন্য বেশি ক্ষতি কর হয়ে যত। এতে করে রুপক এর লোকজন আরো বেড়ে যেত। হঠাৎ করে রুপক সহ ওর লোকজন আমার আর রাসেলের দিকে গুলি মারলে লাগে। আমি আর রাসেল বোর্ড দিয়ে নিজেদেরকে সুরক্ষিত করে ফেলি। এটা আমাদের বিশেষ করে বানানো বোর্ড বুলেট প্রভ।

।

হঠাৎ করে লাইট অফ হয়ে গেলো। এতক্ষণে আমি ওদের (রুপক সহ ওর লোকজন এর) পজিশন মুখস্থ করে ফেলেছি। আমার সাথে সাথে রাসেলও তাই করলো। আমার লোকজন, আমি আর রাসেল লাই অফ হওয়ার সাথে সাথেই গুলি ছুরতে লাগলাম।

রুমের মধ্যে খালি গুলির শব্দ চলছে। আর রূপক এর দলের ছেলেরা নিচে পরে যাচ্ছে। ওরার রুমের চারিদিকে গুলি চালাতে লাগলো।

হঠাৎ করে আমি নিচে অনুভব করলাম আমার পায়ের নিচে কেমন যেন ভিজা ভিজা। গুলির শব্দও কেমন যেন কমে গেলো। আমিও জোরে করে বলে উঠলাম লাইন অন কর। সাথে সাথেই লাইট অন হলো। তারপর আমি সামনে তাকিয়ে দেখলাম যে রূপকের দলের আর মাএ ৭ জন ছেলে বেচে আছে আর রূপক গ্রী পায়ে আর রানে ২ টা গুলি লেগেছে। আর আমার পায়ের নিচে ভিজা অনুভব করলাম এটা হলো আমার রক্ত। আমার হাতে গুলি লেগেছে। আমার লোকজন গুলো এত ক্ষণে রূপক সহ ওর লোকজন দেব ঘিরে ধরছে। আর আমি পকেট থেকে রুমালটা বের করে নিজের হাত বেধে নিলাম। আর রাসেল এটা দেখেই তো বলতে লাগলো,,,,,,,,, রাসেলঃ ভাই আপনার কি হয়েছে।

আমিঃ আরে কিছু না চল আগে ওর (রূপকের)খবরটা নিয়ে আসি।
রাসেলঃভাই আপনার তো গুলি লেগেছে। চলেন আগে হাসপাতালে যাই
আমিঃ আরে তুই টেনশন করিস না। আমি ঠিক আছি।

রাসেলঃ ভাই রক্ত পরতেছে তো।

আমিঃ আরে কিছু হবে না। এখন চল এদের আগে দেখি।
বলেই রূপকের কাছে গিয়ে আমি বলতে লাগলাম,,,,,,,,,,,,,
আমিঃরূপক ভাই আসসালামু আলাইকুম।

রূপকঃ কুওর বাচ্চা তুই নীশান কে মেরেছিস তাই না।

আমিঃভাই ভালো মতো সালাম দিলাম আর আপনি গালাগালি করছেন।

রূপকঃ তুই জানিস না তুই কার লোককে মেরেছিস।

আমিঃভাই আমি কার লোককে মেরেছি একটু বলবেন।

রূপক: তুই আফ্রিকার বড় ড্রাগ ব্যবসায়ি ক্যারিও কার্লো এর
লোকদের উপর হাত তুলেছিস। এবার তুই আর বাচতে পারবি
না। কিন্তু,,,,

আমি: কিন্তু কি ভাই।

রূপক: তুই যদি যাস আমি তোকে আমাদের আমাদের দলে নিতে
পারি। আর জীবনটাও বেচে যাবে।

আমি: আর আমি যদি না যাই আপনাদের দলে তাহলে মেরে ফেলবে
আমাকে।

রূপক: হুমমমম। তু জানিস না তার সাথে কত বড় বড় লোকজনের
সম্পর্ক আছে।

আমি: ভাই আপনি জানেন আমি কে।

রূপক: হুমমমম জানি তো। তুই মাফিয়া কিং এর ডান হাত নীশান
বলেছে।

আমি: হাহাহাহাহা তাই

রূপক: হাসছিস কেন

আমি: আমি মাফিয়া কিং এর লিডার

রূপক: কিহহহহ তুই। সেই নীল মেহেরাজ যে কিনা দুবাইয়ে ডন
ফিরোজ কে মেরেছিস।

আমি: কি মনে হয়।

রূপক: হাহাহা আমার বিশ্বাস হয় না।

আমি: রাসেল ফিরোজ এর ভিডিওটা দেখাতো।

(রাসেল এসে ফোন বের করে ফিরোজ এর ভিডিও টা দেখাতে
লাগলো।)

রূপক: (ভিডিও দেখে চুপ করে আছে।)

(পাঠকরা আপনাদের আমি একটু পর ফিরোজের কাহিনী বলবো এখন
আগে রূপকের টা বলি)

আমিঃ আচ্ছা ভাই কি করলে আপনার বস এদেশে আসবে।

রূপকঃআমি যদি ফোন করে বলি তাহলে চলে আসবে।

আমিঃ ওকে ফোন কর তারাতারি।

রূপকঃ বস আসলে তুই বাচতে পারবি না বে।আর আমি ফোন করবো না।

আমিঃ তোকে এখন বেশি কিছু করবো শুধু একটু,,,,,,,,,

।

চলবে,,,,,,,,,

#মাফিয়া_কিং (👑)

#পাটঃ১২

#লেখকঃnil meheraj (dada)

।

আগের পাট গুলো আমার টাইম লাইনে দেওয়া আছে।

।

বিকলে বাসায় ফিরতেই রাসেল এর ফোন,,,,,,

আমিঃ হুমমম রাসেল বল কি খবর।

রাসেলঃ ভাই একটা খবর পাইছি।

আমিঃ কি খবর রে।

রাসেলঃ কে এখন এই ড্রাগস এর ব্যবসা করতেছে তার খবর পেয়ে গেছি।

আমিঃ কে সে বল তারাতারি।

রাসেলঃ ভাই সে হলো লেডি কিং গ্রুপের লিডার।

আমিঃ এই কিং গ্রুপ টা আবার কার।

রাসেলঃ আগে তো কখনো এই নামটা শুনি নি ভাই

আমিঃ আমিও শুনি নি এই নামটা এর আগে।

রাসেলঃতবে আমি এটা শিওর যে একটা মেয়ে এই দল টাকে লিড দেয়।

আমিঃ হতে পারে। আচ্ছা তুই খোজ লাগা।আর দেখিস কার্লো শালায় দেশে আসবে কবে।

রাসেলঃ ওকে ভাই।আর আপনি কি রাতে আড্ডায় আসবেন।

আমিঃনা রে এখন তো কোনো কাজ নেই।

রাসেলঃভাই একটা কথা ছিলো।

আমিঃহুমমম বল।

রাসেলঃচলেন না একদিন বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।

আমিঃরাসেল এসব কথা রাখতো।আমার কাজ আছে বাই।

।

বলেই ফোনটা কেটে দিলাম। আবার ১০ বছর পুরোনো কথা মনে পরাই দিলো এই রাসেল। আমি আমার ১০ বছরের পুরোনো স্মৃতি টাকে ভুলে যেতে চাই।কিন্তু কিছু কিছু লোকের জন্য তা হয়ে উঠে না। এই বিশাল অতীতটা জুড়ে আছে আমার জীবনের কয়েকটা কালো মুহূর্ত। যা কখনো চাইলেও ভুলতে পারবো না। একটু ভুলে গেলেই কেউ না কেউ আবার সেই মুহূর্তের কড়া নারবেই।আমি সেটাকে দুঃস্বপ্ন ভেবে ভুলে যেতে চাই কিন্তু পারি না।

।

আজও আমার মনে পরে সেই দিনের কথা। যেদিন আমি প্রথম কলেজে যাই।মা আমাকে নিজে এসে কলেজে নামিয়ে দিয়ে গেছিলো।এবং সে কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন আমার বাবা নিজেই।

আমাদের দিন খুব একটা ভালো যাইতো না। এতে আপনারা আবার।
(ভাইবেন না যে টাকা পয়সার অভাব ছিলো বা আছে।)

কোনো কিছুই অভাব ছিলো না আমাদের শুধু মাত্র একট সুখু ছাড়া
কিছুই অভাব ছিলো না। সব সময় আমাদের বাড়িতে বাবা আর
মায়ের একজনে আরেক জনের সাথে একটা না একটা বিষয় নিয়ে
ঝগড়া লেগেই থাকতো। আমার কিছুই করার ছিলো না। আমি শুধু
নিরব দর্শকদের মতো দেখে যেতাম। এভাবে প্রায়,,,,,

এসব ভাবছি এমন সময় আমার ফোনে একটা কল আসে। ফোনটা
বের করে দেখি রাকিব ফোন দিয়েছে,,,,,

আমিঃ হুমম রাকিব বলল।

রাকিবঃকিরে কই তুই।

আমিঃবাসায় শুয়ে আছি।কোনো প্রবলেম হয়েছে কি।

রাকিবঃতুই তারাতারি আমাদের বাসায় আয় তো।

আমিঃ আরে কি হয়েছে সেটা তো বলবি।

রাকিবঃ আরে তুই আসলেই দেখতে পারবি।

আমিঃ ওকে আসতেছি।

।

তারপর চলে গেলাম রাকিবদের বাড়িতে।সেখানে থেকে রাকিব
আমাকে নিয়ে কই যানি যাচ্ছে,,,,,

আমিঃ আরে কই যাবি সেটা তো বল।

রাকিবঃআমরা এখন আশুলিয়া যাব বুঝলি।

আমিঃ আরে সেখানে কোন যাব আর কোনো কাজ থাকলে বল।

রাকিবঃএকটা কাজ আছে যা তুই ছাড়া আর কেউ করতে পারবে

না।

আমি: কি কাজ সেটা তো বলবি।

রাকিব:আরে শালা তুই গেলেই দেখতে পারবি।এখন চুপচাপ বাইক চালা।

।

জানি না এই শালায় আবার কই নিয়ে যাচ্ছে।কিছু বলছেও না।কেমন যেন ছটফট ছটফট করছে। আর তার সাথে তো অস্তিরতা তো আছেই। আমি তারাতারি বাইক চালাতে লাগলাম,,,,,

আমি: কোথায় যাব বল

রাকিব:দেওয়ান টেক এ যা।

আমি: আরে সেখানে কেন ওটা তো গুন্ডাদের আড্ডা।

রাকিব:ভাই ওরা রুহিকে আটকে রেখেছে।

আমি: কারা আটকে রেখেছে।আর কেনই বা আটকে রেখেছে।

রাকিব:আরে রুহির বাবা আমার আর রুহির জন্য একটা বাড়ি বানানোর জন্য জায়গা কিনেছে সেটা দখল করে আছে।

আমি: তারপর।

রাকিব:রুহির বাবা তাদের সরে যেতে বললে যায়নি।এটা দেখে তিনি পুলিশকে আনেন আর পুলিশ এসে গুন্ডা গুলো কে ধরে নিয়ে যায়।

আমি: তো এখন কি হয়েছে।

রাকিব: গুন্ডা গুলো বিকেলে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এসে রুহির বাবা আর মাকে মারধর করে রুহিকে ধরে নিয়ে গেছে।

আমি: এত তারাতারি পুলিশ ছেড়ে দিলো ওদের।

রাকিব: টাকা ঘুস দিয়ে বেরিয়ে আসে।

আমিঃ আমি তাহলে তোকে এখন কিভাবে সাহায্য করি বল।

রাকিবঃ মানে কি বলছিস তুই।

আমিঃ আরে আমি কি গুল্ডা না মাফিয়া যে ওদের কাছে থেকে
তোর বউকে বাচাবো।

রাকিবঃ দেখ এখন কিন্তু মজা করার সময় নয়। আমি জানি কে তুই

আমিঃ আমি কে।

রাকিবঃ তিখু আমাকে সব বলেছে।

আমিঃ শালা মদন সব যখন জানিস তাহলে আমাকে আগেই বলতি
বাসায় বসে থেকেই সব সমাধান করে দিতাম।

রাকিবঃ আগে রুহিকে বাচা তার পর যা বলবার বলিস।

আমিঃ আমি হুমম। আগে রুহিদের বাসায় ওর বাবা মায়ের কাছে চল

রাকিবঃ কেন।

আমিঃ শালা তুই কি জানিস যে ওরা কোথায় রুহিকে আটকে
রেখেছে

রাকিবঃ না তো।

আমিঃ তাহলে চল এখন।

।

চলে আসলাম বাসায়। তারপর সব ঠিকানা নিয়ে গেলাম রুহি কে
আনতে। সেখানে গিয়ে দেখি একটা টিনের ঘর খুব বড়। সেটার
ভিতরে থেকে লোকজনের হাসাহাসির শব্দ আসতেছে। মনে হয় কার্ড
বা ক্যারাম খেলছে। আমি গিয়ে দরজাটা খুললাম। তারপরে ভিতরে
চলে আসলাম। আমার পিছু পিছু রাকিব চলে আসলো। তার পিছু
পিছু আরো একজন ডুকলো। ভালো করে দেখলাম আরে এটা তো

রুহির বাবা।

আমি সামনে গিয়ে দেখলাম রুহিকে একটা একটা বাশের গোড়ায়
বেধে রেখেছে। আমি এগিয়ে গেলাম গুল্ডা দের দিকে। গিয়ে দেখি
সবাই ক্যারাম খেলতেছে। সেখানে পুরো অন্ধকার শুধু মাএ বোর্ডের
চার পাশ ছাড়া। আমি গিয়ে একটা ছেলেকে ডাক দিলাম। সে আমার
কাছে এসেই বলতে লাগলো,,,,,,,,,

ছেলেটাঃকে বে তুই এখানে কি করছিস।

আমিঃ ভাই আমি ওই মেয়েকে (রুহিকে) নিতে এসেছি। আপনার বস
কে একটু ডেকে দিবেন।

ছেলেটাঃএই যা এখান থেকে বস নাই পড়ে আসিস।

আমিঃ ভাই অনেক দূর থেকে এসেছি একটু ডেকে দিন না প্লীজ।

ছেলেটাঃ আরে বললাম না পরে আসিস। এখন চলে যা না হলে
থারাপ হয়ে যাবে।

আমরা কথা বলছি এমন সময় আর একজন বলে উঠল,,,,,,,,,

কিরে কি হয়েছে আর কে এসেছে।

১ম ছেলেটাঃ ভাই কে যে এসেছে মেয়েটাকে নিতে।

২য় জনঃ ওকে যেতে বল।

১ম জনঃ সে নাকি আপনার বাবার সাথে দেখা করবে।

আমিঃ ভাই অনেক দূর থেকে এসেছি। রুহিকে ছেড়ে দিন।

২য় জনঃ ছাড়বো যা এখানে থেকে। এই ওরে বের করে দেতো।

১ম জনঃওকে ভাই।

বলেই সে এসে আমার কলার ধরে বাহিরে টানতে লাগলো। আমার
তো রাগ উঠে গেলো ভালো করে বললাম শুনলো না। তাই দিলাম বা

হাত দিয়ে একটা চর।ঠাসসসসস করে শব্দ হলো। সাথে সাথে
ছেলেটার কান দিয়ে রক্ত পরতে লাগলো। সবাই আমার দিকে
তাকালো। আমি আবার বললাম তোদের বস কে ডাক দে। আর
নাহয় ফোন দিয়ে আসতে বল।
কেউ আমার কথা শুনলো না।উল্টো আমাকেই মারতে এলো। আমিও
দিলাম সব গুলোকে শুয়িয়ে।
২য় ছেলেটা বলে উঠল বাবা তো এখন কি জানি কাজ এ গেছে
আমিঃ ফোন করে বল যে দাদা এসেছে।
সেঃ আমাকে মেরেছিস আবার আমার বাপকেই ডাকতে বলছিস।
আমিঃ হুম তারাতারি
সেঃবাবা আসলে তুঁি বাচতে পারবি না।
আমিঃ ফোন করে আসতে বল।

।

আমরা বসে আছি।রাকিব গিয়ে রুহিকে আনলো।একটু পর কেউ
একজন এসেই আমাকে,,,,,,,,

।

চলবে,,,,,

#মাফিয়া_কিং (👑)

#পাটঃ১৩

#লেখকঃnil meheraj (dada)

।

আগের পাট গুলো আমার টাইম লাইনে দেওয়া আছে।

।

আমিঃ ফোন করে বল যে দাদা এসেছে।

সেঃ আমাকে মেরেছিস আবার আমার বাপকেই ডাকতে বলছিস।

আমিঃ হুম তারাতারি ডাক

সেঃবাবা আসলে তুই বাচতে পারবি না।

আমিঃ ফোন করে আসতে বল।

সেঃওকে তুই দাড়া

।

আমরা বসে আছি।রাকিব গিয়ে রুহিকে আনলো।একটু পর কেউ একজন এসেই আমাকে কেউ একজন এসে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরলো। (আরে এতো আমার দলের লোক ছিলো।এর নাম তো বাদশা ভাই।) পা ধরে বলছে,,,,, দাদা সে ভুল করেছে মাফ করে দিন।

আপনাকে হয়তো চিনতে পারে নি।প্লীজ দাদা কিছু করিয়েন।

হঠাৎ সেই ছেলেটা বলে উঠল,,,,,

সেঃবাবা তুমি সামান্য একটা ছেলের পা ধরতেছো কেন। আর এ আমাদেরকে মেরেছে।

বাদশাঃএই দিকে আয় তারাতারি দাদার পা ধর যদি প্রানে বাচতে চাস। (এখনো আমার পা ধরে আছে)

আমিঃভাই তুমি উঠো।

বাদশাঃদাদা আগে আমার ছেলেদের মাফ করে দেও তারপর উঠবো।

সেঃ বাবা উঠো আজকে এই দাদা না ফাদা কে মেরে ফেলবো।

বাদশাঃ (সে উঠে গিয়ে তার ছেলেকে ঠাস ঠাসস করে দুইটা চর মারলো।)

আমিঃ ভাই আমি আসি আর এই আঙ্কেলের (রুহির বাবা কে দেখিয়ে) কোনো প্রবলেম হলে সেটা তুমি দেখো।আর ছেলেকে মাথা ঠান্ডা করে কথা বলতে বলো। তুমি না হয়ে অন্য কেউ হলে এতক্ষণে কি হয়ে যেত তা তো তুমি জানোই।

বাদশাঃওকে দাদা।

।

আমি,রাকিব,রুহি আর রুহির বাবা চলে আসলাম।রাত হয়েছে।
তারপর আমি আর রাকিব বাহিরে থেকে খেয়ে নিজে দের বাসায়
চলে গেলাম। এরই মধ্যে তিখুর ফোন আসলো,,,,,,,

আমিঃ হুমমমম জানু বলো।

তিখুঃরাখ তোর বলে জানু।এতোক্ষন কোথায় ছিলি।

আমিঃআরে রাগ করো কেন।রাকিবের সাথে ছিলাম।

তিখুঃআমার কথা কি তোর মনে পরে কখনো।

আমিঃহুমমম মনে পরে তো।আচ্ছা বাদ দাও কি করো।

তিখুঃকিছু না তুমি রাতে খেয়েছো।

আমিঃহুমমমম তুমি।

তিখুঃ হুমমম।তুমি কি করো।

আমিঃআমি শুয়ে আছিতো। আচ্ছা একটা কথা বলবো।

তিখুঃহুমম বলো।

আমিঃ তোমার বাবাকে বলো তো লেডি কুইন নামের কাউকে চিনে
না।

তিখুঃওকে বলবো নি।কিন্তু কেন।

আমিঃ এমনি গো বলো।

তিখুঃওকে।

।

তারপর আরো কিছুক্ষন কথা বলে রেখে দিলাম।

ক্লান্ত লাগছে তাই ঘুমের দেশে পাড়ি জমালাম।

এদিকে তিখু ভাবছে,,,,,

মি. নীল মেহেরাজ ওরফে দাদা তুমি তো জানো না যে আমি নিজেই
লেডি কুইন হাহাহা। আগে তুমি ওই কার্লো কে মেরে নাও তারপর

তোমার সাথে আমার বোঝাপড়া হবে। তোমাকে সেই লেভেলের
পস্থাতে হবে। আমার আপনজন কে মারা তাই নাই। আমি তোমাকে
দেখে নিবো দাদা।বুঝবে আপনজন কে মারার দুঃখ কতটা হয়।

।

চলে গেলো ২ মাস ৭ দিন। এই কয়দিনে কয়েকটি ড্রাগস এর
ব্যবসায়ি কে মেরেছি। যারা সবাই কার্লোর দলে কাজ করতো।
সবার গায়ে M k এর সীল মোহর লাগিয়ে দিয়েছি। যাতে করে সবাই
জানে যে আমি সবাইকে মেরেছি।

বসে বসে কফি খাচ্ছিলাম এমন সময় রাসেল ফোন দিলো,,,,,,,,,
আমিঃহুমমম রাসেল বল।

রাসেলঃ ভাই কিছু দিনের মধ্যে কার্লো তার দল বল নিয়ে আমাদের
দেশে আসবে।আমাদের মারতে।

আমিঃ তোকে কে বলল যে সে আসবে।

রাসেলঃ লেডি কুইন এর গ্যাং থেকে কে যেন ফোন করে বলেছে।

আমিঃওহহহহ তুই কি শিওর।

রাসেলঃহুমমমম ১০০% শিওর।

আমিঃআচ্ছা আমরা কি আমাদের দেশের কার্লোর সব লোক কে
মেরেফেলেছি।

রাসেলঃজানি না ভাই। মনে হয় কিছু লোক এখন বেচে আছে। আর
একটা কথা ভাই,,,

আমিঃ কি কথা বল।

রাসেলঃআজকে রাতে আমাদের ওপর হামলা হবে।কার্লো এর কিছু
লোক আমাদের দেশে এসেছে।

আমিঃ ওহহহহ আচ্ছা দেখি কি হয়।আজকে ওরা কত জন হামলা
করবে।

রাসেলঃজানি না ভাই তবে ওরা অনেক শক্তি শালী হবে কারন

আফ্রিকার লোকজন অনেক লম্বা আর সব দিকে দিয়ে শক্তি পাহাড়
তারা।

আমিঃ প্রবলেম নেই আমি আছি তো। আর শুন কার্লো কে আমাদের
মারতেই হবে। কারন তার জন্য আমার মতো অনেকেই অনাথ
হয়েছে।

রাসেলঃ আমি জানি ভাই। আপনি কোনো চিন্তা করিয়েন না। কিন্তু
আমাদের দলে কিছু শক্তিশালী লোক লাগবে।

আমিঃ আমি সব কিছু ঠিক করে রেখেছি। এখন রাখলাম আর
সবাইকে আড়ার চারপাশে থাকতে বলবি।

।

ফোন রেখে দিলাম। তারপর কফিটা শেষ করলাম। এই কার্লোর জন্যই
আজকে আমি অনাথ। যাই হোক আমার মতো আর কাউকে যেন
অনাথ হতে না হয় তার জন আমাকে যে করেই হোক কার্লো কে
মারতে হবে।

টেবিলে থাকা ফোনটা হাতে নিয়ে একটা নাম্বার বের করে দিলাম
একটা ফোন,,,,,,,,,,,,,

আমিঃ কিরে কি খবর তো।

ওপাশে থেকেঃ আর খবর কোনো কাজ নাই দাদা।

আমিঃ এবার তোদের কাজের সময় চলে এসেছে। কোনো কথা না
বলে রাতে (.....) স্থানে চলে আসবি ওকে। আর আমি যখন
ডাক তোকে ফোন দিবো সবাইকে নিয়ে ভিতরে ডুকে পরবি। তারপর
পরিস্থিতি তোদের বলে দিবে কি করবি।

ওপাশে থেকেঃ ওকে দাদা।

আমিঃ তোরা সবাই আসবি রাখলাম।

।

বলেই ফোনটা রেখে দিলাম। আহহহহ কত দিন পর আবার একটু

মারামারি হবে। জানি না বাচবো কি মরবো। যাই হোক আর
যেভাবেই হোক আমাকে বাচতেই হবে। কার্লো কে মারতেই হবে।
দেখতে দেখতে ৮ বেজে গেলো। আমি রেডি হলাম আড্ডায় যাবার
জন্য। আমার পছন্দের শর্ট গান আর বার্মিজ টা নিয়ে বাইক স্টাট
দিয়ে চলে আসলাম আড্ডায়। ভিতরে কেউ নেই অন্ধকার রয়েছে
ঘরটা। আমি ফোনের ক্লাস টা অন করে ভিতরে যেতে লাগলাম।
রুমের মাঝখানে যেতেই দেখলাম অনেকটা জায়গায় লাল লাল কি
যেন পরে আছে। ভালো করে দেখলাম রক্ত পড়ে আছে। আমি আবার
সামনে এগুতে শুরু করলাম। পায়ে কার সাথে ঢাক্ষা খেললাম।
একটা লাশ পড়ে আছে। উল্টো হয়ে থাকায় মুখটা দেখতে পারছি
না। আমি লাশটা সিধা করেতেই মুখটা দেকেতো আমি
আবাকে। কারন এ আর কেউ নয় এ হলো রাসেল।
আমি সোজা হয়ে বসে পরলাম। চোখ দিয়ে আপনা- আপনি পানি
পরতেছে। হঠাৎ করে রুমের লাইট টা জ্বলে উঠল। রুমে কাউকে
দেখতে পারছি না। রুমটা ফাকা। রাসেল দিকে তাকাতেই দেখলাম
ওর বুক থেকে রক্ত পরতেছে। হাতটা ধরতেই দেখি হাতের তালুটা
কাটা। বুকে কয়েকটা গুলি করেছে।

।

হঠাৎ করে কে যেন বলে উঠল,,,,,,,,,

এই সেই মারফিয়া কিং এর লিডার।

পিছনে তাকাতেই দেখি একটা মেয়ে কথাটা বলল। আর তার সাথে
রয়েছে কতগুলো কালো কালো লোক। অনেক লম্বা আর সবার পরনে
সাদা ব্লেজার আর কালো প্যান্ট। আমি মেয়েটার মুখ দেখতে পারছি
না। কারন সে মুখে মাস্ক পরে আছে।

হঠাৎ করে সে উঠলো,,,,,,,,,

boys kill him(আমাকে দেখিয়ে বলল)

আমাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই মারতে শুরু করলো। আমি আমার গানটা বের করে একজন এর পায়ে মারলাম। কিন্তু তার কিছুই হলোনা। একজন এসে আমার হাতে একটা লাথি মারলো আর সাথে সাথেই আমার গুলিটা নিচে পরে যায়। সাথে বার্মিজ টা চটকে পড়ে যায়। আমাকে কয়েকটা মারতেই আমি পকেট থেকে ফোনটা বের করে দিলাম একটা নাম্বার এ ফোন। সাথে সাথে রুমের দরজার সামনে কতগুলো লোক চলে এসে,,,,,,,,,,,,,

|

চলবে,,,,,

#মাফিয়া_কিং (👑)

#পাট:১৪

#লেখক:nil meheraj (dada)

|

আগের পাট গুলো আমার টাইম লাইনে দেওয়া আছে।

|

আমাকে কয়েকটা মারতেই আমি পকেট থেকে ফোনটা বের করে দিলাম একটা নাম্বার এ ফোন। সাথে সাথে রুমের দরজার সামনে কতগুলো লোক চলে আসলো। দেখতে একেক টা বাঘের মতো। দেখতে ঠিক অফ্রিকান দেখতো লম্বা স্বাস্থ্য বান। কিন্তু এরা ফর্সা আর ওর একটু কালো। এরা সবাই হাত কাটা একটা কালো কালারের গেলিজ আর একটা থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট পড়ে আছে। আমাকে মারতে দেখে আমি যাদের ফোন করে আসতে বলেছি তারা এসে আমাকে সেফ করে অফ্রিকার লোকদের মারতে লাগলো। আমি তাদেরকে বললাম সবাই কে মেরে দিতে শুধু একজন কে বাদে। আমার কথা

মতো আমার লোকজন (যাদেরকে ফোন করে আসতে বলেছি)
আফ্রিকান দের মারতে লাগলো। আমার এই লোকজন দের কাছে
আমি গান রাখি না। এদের কাছে আছে শুধু একটা বার্মিজ আর
একটা খুর। এরা আমার সহজে কাজে লাগে না। এমনকি এর আগে
এদেরকে আমি কখনো কাজে লাগাইনি।

।

সবাইকে মারা শেষ। আমার দলে লোকজন বেশি হওয়াতে খুব
তারাতারি এদের শেষ করা হয়েছে। তার পর আমি যে একজনকে
বেচে রাখতে বলেছিলাম তাকে আমার কাছে আনা হলো,,,,,,,,,,,,,
আমিঃ তা কি খবর বাবু। তোমাদের সাথে যে মেয়েটা ছিল সে
কোথায় গেলো আর কে।

সেঃwhat

আমিঃ ওহহহহ সরি সরি তুই তো আবার বাংলায় বুঝিস না।
আমার দলের একজনঃ ভাই সালায় বাংলা বুঝে না ইংলিশে কন।
আমিঃ who this girl.

সেঃi know him.

আমিঃ oh good.but you are finished.

বলেই আমি হাতে থাকা বার্মিজ টার সুইজ টিতে গলার সামনে দিয়ে
দিলাম এক টান। এর সাথে সাথে তার গলাটা তার পিঠের সাথে ঝুলে
পড়লো।

।

তারপর আমি রাসেলের লাশের পার্শে আসলাম। কপালের দিকে
তাকাইতেই আমার চোখ পড়ল কপালের ঠিক মাঝখানে L.k.লেখা।

আমিতো চিন্তায় পড়ে গেলাম। রাসেলকে কে মারলো। এখানে তো এসেছে gang star এর লোকজন। তাহলে তো রাসেলের কপালে g s থাকার কথা। কিন্তু এখানে যে l.k. লেখা। এই l.k. এর মানে কি। এটা আবার লেডি কুইন নয় তো। আরে লেডি কুইন তো রাসেলকে সাহায্য করছে তাহলে একে মারতে যাবে কেন। হতে পারে লেডি কুইনই রাসেলকে মেরেছে। আর এখানে তো একটা মেয়েও দাঁড়িয়ে ছিলো। তার মানে লেডি কুইনই রাসেলের মেরেছে। হুমমম এটাই হবে কারন লেডি কুইন এর শর্ট হলো l.k.। তাহলে লেডি কুইনও গ্যাংস্টার এর সাথে মিলে আছে। এখন সব বুঝলাম।

।

।

রাতেই রাসেলের দাফন শেষ করে কবর দিয়ে দিলাম।

তারপর আমি সকল কে এখানের আড্ডায় থাকতে বললাম। আর আমি এদের লিডার জয় কে কিছু কথা বলে চলে আসলাম বাসায়। বাসায় আসতে আসতে রাত সাড়ে তিনটা বেজে গেলো। তাই তিথুকে আর ফোন দিলাম না। সোজা শুয়ে পরলাম।

ঘুমও আসছে না। মাথায় শুধু একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। আর সেটা হলো লেডি কুইন। কে এই লেডি কুইন গ্যাং এর লিডার। আর কেনই বা রাসেলকে মারলো। রাসেলকে মেরে তার কি ভাব।

।

শুয়ে শুয়ে এসব ভাবছি এমন সময় আমার ফোনে একটা এসএমএস আসলো। আমি ফোনটা হাতে নিয়ে এসএমএস টা ওপেন করলাম।

তার ভিতরে লেখাটা দেখে আমারতো চিন্তা বেড়ে গেলো। কারন

সেটাতে লেখা আছে,, আপনজনের লাশ সামনে পড়ে থাকলে কেমন লাগে,,,।আমিতো কিছুই বুঝতেছি না।আমি আবার কার অাপনজন কে মারলাম। আরোও একদিন এমন এসএমএস আনার ফোনে এসেছিল। আনার চিন্তা যেন বেড়ে গেলো। কারন প্রকাশে বড় শত্রুর চেয়ে লুকানো ছোট শত্রু অনেক ভয়ানক হয়। কিন্তু কে এই লুকানো শত্রু। আমার সাথে কার এত শত্রুতা যে আমাকে মারতে গ্যাংস্টার এর সাথে হাত মিলিয়েছে। এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে গেলাম তা আমি নিজেও জানি না।

।

সকালে ফোনের শব্দে ঘুমটা ভাঙছে। ফোনটা হাতে নিয়ে দেখি তিখু ফোন দিয়েছে। আমিও কল ব্যাক করলাম। তারপর কিছু ফ্রন কথা বলে রেখে দিলাম। ঘরির দিতে তাকিয়ে দেখলাম ১১ টা ৩৪ বাজে। বিছানা থেকে উঠে ফ্রেশ হলাম।তারপর চলে আসলাম আড্ডায়। আড্ডায় এসে দেখি যে আমার আগের সব লোকজনওও চলে আসছে আমাকে আসা দেখে সবাই তো দাড়িয়ে গেলো। তারপর আগের লোকজন দেব বললাম,,,,,,,,,

আমিঃ কালকে তোরা কই ছিলি।(পুরাতন গুলোকে)

একজন বললঃ ভাই কালকে তো আমাদের কে রাসেল ভাই চলে যেতে বলেছিল।

আমিঃ কিহহহহ।

সেঃহমমম ভাই।

আমিঃ আচ্ছা যাই হোক এখন থেকে সবাইকে এলার্ট থাকতে হবে যে কোনো সময় আমাদের ওপর হামলা হতে পারে।

সবাই একসাথেঃ ওকে ভাই।

আমিঃ আচ্ছা তোমরা সবাই তাহলে থাকো। আর কোথায় আমাদের লোকজন আছে তাদের এই শহরে নিয়ে আসো।

রকি(আমার দলের একজন)ওকে ভাই।

আমিঃ আমি গেলাম। তোমরা সাবধানে থাকবে আর কোনো রকম বিপদের আভাস দেখলে আমাকে ফোন দিবে ওকে।

সেঃওকে ভাই।

।

তারপর আমি চলে আসলাম বাসায়। বাসায় এসে হালকা একটু খেললাম। তারপর তিখুর কাছে ফোন দিলাম,,,,,

আমিঃহুমমম তিখু।

তিখুঃহুমমম বলো।

আমিঃ কি করো।

তিখুঃআমিতো বাসায় বসে আছি।তুমি কি করো।

আমিঃ আমি একটা কাজ শেরে বাসায় এসে শুয়ে আছি।

তিখুঃকি কাজে গেছিল।

আমিঃ আরে আমার সবচেয়ে কাছের লোককে মেরেছে লেডি কুইন।

আর এই লেডি কুইনওও গ্যাংস্টার এর সাথেই কাজ করে। তারা দুজনে মিলে আমাকে মারতে চায়।

তিখুঃতুমিকি লেডি কুইন কে চিনোওওও।

আমিঃ তাকে তো চিনি না। কিন্তু যদি যানতে পারি কে এই লেডি কুইন তাহলে তাকে আমি এমন ভাবে মারবো যে সারা জীবন

পস্তাবে।

তিথুঃওকে। আচ্ছা আমি এখন রাখি বাবা ডাকতেছে।

আমিঃ আচ্ছা যাও বাই।

তিথুঃহুমমম।

।

ফোনটা কেটে দিলাম। তারপর একটু ঘুমানোর চেষ্টা করছি ।

এদিকে তিথু বলছে,,,,,,,,,

মিঃ নীল মেহেরাজ এখন বুঝতেছিস আপন জন মরলে কেমন লাগে।আর তুই তো লেডি কুইন কে দেখিস নি।আর দেখলেও চিনতে পারবি না।তোর মৃত্যুর দিনে তোর সাথে লেডি কুইন এর দেখা হবে। সেদিন দেখবি আর চমকে উঠবি। সময় হলেই তোকে দেখা দিবে লেডি কুইন।

।

আমি অনেক কষ্ট করে ঘুমালাম।

বিকেলে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে রাকিবকে ফোন দিয়ে বাহিরে চায়ের দোকানে আসতে বললাম।

তারপর আমিও চলে আসলাম সেই চাচার চায়ের দোকানের সামনে।

তারপর চায়ের অর্ডার দিলাম।

এরই মধ্যে রাকিবওও চলে আসলো। দুজনে মিলে আড্ডা দিলাম।

তাওও মন থেকে লেডি কুইন এর চিন্তা দূর করতে পারছি না।

।

এই ভাবে চলে গেলো আরো চার-পাচ দিন। এখনো আমি লেডি কুইন এর খোজ পায়নি।

সন্কার পর বাসায় বসে বসে খাবার খাচ্ছি এমন সময় আমার ফোনে

একটা এসএমএস আসে। তাতে যা লেখা ছিলো তা দেখেতো আমি
আবাক।

যাক এতোদিন পর আশা পূরন হবে তাহলে।আজকে তাহলে তোর
শেষ দিন। তোকে তো আমি আজকেই শেষ করে দিবো,,,,,,,,,,,,,
।

চলবে,,,,,

#মাফিয়া_কিং (👑)

#পাটঃ১৫/শেষ পাট

#লেখকঃnil meheraj (dada)

।

আগের পাট গুলো আমার টাইম লাইনে দেওয়া আছে।

।

সন্কার পর বাসায় বসে বসে খাবার খাচ্ছি এমন সময় আমার ফোনে
একটা এসএমএস আসে। তাতে যা লেখা ছিলো তা দেখেতো আমি
আবাক।

যাক এতোদিন পর আশা পূরন হবে তাহলে।আজকে তাহলে তোর
শেষ দিন। তোকে তো আমি আজকেই শেষ করে দিবো। আজকে
তোকে কেউ বাচাতে পারবে না। তারপর আমি আমার ফোনটা বের
করে জয়ের কাছে একটা ফোন দিলাম,,,,,,,,,,,,,

আমিঃজয় কই তুই।

জয়ঃদাদা আমিতো একটু বাহিরে আসছি।

আমিঃ তারাতারি করে আড্ডায় চলে আয়। আজকেও তোদের কাজ
আছে।

জয়ঃকি কাজ ভাই।

আমিঃ আজকে কার্লো আমাদের এটার্ক করবে।

জয়ঃওকে দাদা আমি সবাইকে বলতেছি। আর সবাইতো আমাদের আড্ডায়ই আছে।

আমিঃওকে তাহলে চলে আয়।আর শুন একা একা থাকবি না।সবাই মিলে একসাথে থাকবি।

জয়ঃআচ্ছা দাদা। আপনি তারাতাড়ি চলে আসেন।

আমিঃআমি চাই না যে তোদেরও রাসেলের মতো মেরে ফেলুক। সব যান্ত্রপাতি(অস্ত্র) ঠিক করে রাখ।

জয়ঃওকে দাদা।

।

ফোনটা রেখে দিলাম।তারপর ভাবতে লাগলাম আমাকে ইনফরমেশন দিচ্ছে লেডি কুইন। আর ওদের সাথেও আছে লেডি কুইন। তাহলে লেডি কুইন কেন দুজনেই সাথে আছে। না এসব উওর লেডি কুইন এর থেকেই নিতে হবে। যদিও লেডি কুইন কে চিনি না।তাও পরে ওকে খুঁজে বের করবো যদি বেচে থাকি।

।

তারপর আমার প্রিয় অস্ত্র দুটো নিয়ে কালো প্যান্ট আর কালো র্লেজার পড়ে বাইক টা নিয়ে বের হলাম আড্ডায় যাবার জন্য। হয়তো আজকে বাচতেও পারি আর নাও বাচতে পারি।কারণ আমার যে লোকানো শত্রুও আছে।তিথুকে একটা ফোন দিয়ে একটু কথা বলে নেই।

তারপর দিলাম ফোন। এক বার দেওয়ার সাথে সাথেই ফোনটা ধরলো,,,,,,

আমিঃহ্যালো কি করো।

তিথুঃ হুমমম এইতো বসে আছি।

আমিঃ ওহহহ গুড।

তিথুঃআজকে না আমার জন্মদিন।

আমিঃকিহহহ এতো দিন কেন বলো নি।

তিথুঃসারপ্রাইজ দিলাম।এখন একটু দেখা করতে পারবা।

আমিঃআসলে আমি একটা কাজে এসেছি। পরে দেখা করি।

তিথুঃআচ্ছা তুমি কোথায় আছ বলো আমি আসতেছি।

আমিঃ আরে না।এই জায়গাটা খুব ভয়ানক। এখানে আসা যাবে না।

তিথুঃ হাহাহাহাহা আমিতো আসবোই। তোকে মারতে হবে যে(অস্পষ্ট ভাবে বলল)

আমিঃ কিহহহ বলল বুঝতে পারি নি আবার বলো।

তিথুঃ কিছু না। আচ্ছা তারাতাড়ি আসো। রাখলাম।

আমিঃ শুনো শুনো,,,,,,,,,

এই যা কেটে দিলো। উইশটাও করতে পারলাম না।

।

চলে আসলাম আড্ডায়। এসে দেখি সবাই সবাই বসে আছে। আমাকে আসা দেখে জয় বলতে লাগলো,,,,,,,,,

জয়ঃদাদা সবাই এখান এসেছি।আরো লোক বাহিরে চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে এসেছি।

আমিঃ ওকে ঠিক করেছিস। এখন শুনো সবাই আমি কি বলি।

জয়ঃহুমম দাদা বলেন।

আমিঃশুনো যদি আমি মারা যাই তাহলে তোমরা আমার জন্য আর এখানে থাকবে না সোজা নিজেদের এলাকাতে চলে যাবে।

জয়ঃকোন ভাই।

আমিঃ তোমরা সবাই নিজেদের এলাকাতে যাবে ওকে।আর আমি

যতক্ষণ আছি ততক্ষণ আমার সাথেই থাকবে ওকে। আর আমি

জয়ের একাউন্ট এর টাকা পার্টিয়ে দিয়েছি যা দিয়ে তোমাদের সবার

ভালো মতো জিবন কেটে যাবে।জয় টাকা সবাইকে দিয়ে যা বাচবে

তা তুই রেখে দিস।

আর কোনো কথা বলতে পারলাম না। এমন সময় শুনতে পেলাম
কে যেন হ্যান্ড মাইক এ বলতেছে,,,,,,,,

(মাফিয়া কিং তোমার খেলা শেষ। আমি তোমাদেরকে চারদিকে থেকে
ঘিরে নিয়েছি। তোমার আর পালানোর কোনো জায়গা নেই।

আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করো।)

আমি সবাইকে লুকিয়ে পরতে বললাম। আমার কথা মতো সবাই
সবার পজিশন এ লুকিয়ে পরলো। আমি একটা চেয়ারে বসে দরজার
দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কে এই কার্লো এটা দেখার জন্য।

হঠাৎ করে প্রায় ৭০-৮০ জন আফ্রিকান লোক আর বাংলাদেশের
লোক ভিতরে ঢুকে পরলো। (আড্ডা টা বড়ো হওয়ার কারনে কোনো
সমস্যাই হলো না সবার একসাথে ভিতরে আসতে)

হঠাৎ করে একটা লোক পিছনে থেকে সামনের দিকে আসতেছে।

লোকটার মুখ দেখতে পারছি না। কারন সে একটা রেইন কোর্ট পড়ে
আছে। আর পেছনে থেকে কে যেন তার পিঠ বরাবর একটা লাইট
ধরে আছে। লাইট ধরার ফলেই আমি রেইন কোর্ট পড়া লোকটির
মুখটি দেখতে পারছি না।

এতক্ষণে এটা বুঝে গেছি যে এই লোকটাই কার্লো।

।

কার্লো আমার সামনে চলে আসলো। আর তার লোকজন সবাই
আমার দিকে বন্ধুক টাক করে আছে।

কার্লো বলতে লাগলো,,,,,,,,

কার্লোঃ তা তুই আমার লোকজন কে মারতেছিস।

আমিঃ (আমিতো আবাক। কারন কার্লোতো আফ্রিকান তাহলে বাংলা
জানে কেমন। আমি আবাক হয়ে ওর দিকে তাকলাম)

কার্লোঃ আবাক হচ্ছিস আমার বাংলা দেখে। আরে আবাক হস না
কারন আমিও বাংলাদেশি।

আমিঃ (আমি আবাকের পর আবাক হচ্ছি)

কার্লোঃ আসলে আমিও আগে বাংলাদেশো ছিলাম। কিন্তু আমার শশুর বাড়ির কিছু লোকজন কে মেরে আমি আফ্রিকায় চলে গিয়েছিলাম। আমি টাকা আর ক্ষমতার জন্য নিজের শশুর শশুড়ী কে মেরেছি। তারপর আমি আফ্রিকায় চলে গিয়ে সেখানে রাজ করতেছি।ও ড্রাগস এর সম্রাট গড়ে তুলেছি।

আমিঃ টাকা আর ক্ষমতার তুই তোর শশুর শশুড়ী কো মেরেছিস তাই না।

কার্লোঃহুমমম। এত কথা বাদ দিয়ে তুই আমার দলে চলে আয়।তোর যত টাকা লাগে আমি দিবো।

আমিঃ তোকে মেরে তোর দল থেকে তোকে বের করে দিবো বুঝলি।

কার্লোঃ ওকে তাহলে মর।

বলেই তারপর কার্লো তার লোকজন দেব আমাকে মারতে পাঠাতেই আমার ইশারায় আমার লোক গুলো সবাই কে গুলি মারে।ওরাও গুলি মারে এতে আমার আর কার্লোর কিছু লোক মারা যায়। আর আমি গিয়ে কার্লো কে মারতে থাকি। ভিতরে গুলির শব্দ শুনতে পেয়ে বাহিরে থেকে আরো ৬০-৭০ জন লোক ভিতরে আসে। এগুলো তো আমার লোক না।তার মানে এগুলো কার্লোর লোক। আমার লোকজন তো আর মাএ ৩০-৩৫ জন বেচে আছে। এখন কি করি।আমি গিয়ে কার্লো কে ধরে ওর মাথায় গুলি ধরি। তারপর কার্লোর লোকজন আমার দিকে গুলি মারতে থাকে।একটা গুলি এসে আমার কাধে লাগে। আর তখনি আমি আমার লোকদের বলি চলে যেতে। তারাতো যাবেই না। পরে সবাইকে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর আমি লাইট এগুলি করে রুমটা অন্ধকার করে দিলাম।

বার্মিজ টা বের করে করে অন্ধকারে প্রায় ৩০-৪০ জন কে মেরে দিলাম।আবার মারতে শুরু করলাম।

।

হঠাৎ করে কোথা থেকে একটা লাইটের আলো আমার মুখে এসে পড়ে। আর আমি ঝাপসা দেখতে শুরু করি।

পিছন থেকে কে যেন আমার মাথায় বাড়ি একটা রট দিয়ে বাড়ি মারে। আর আমি ফ্লোরে পড়ে যাই। বাহিরের দিকে তাকালাম। কে এই লাইটটা মারলো এটা দেখার জন্য। সে লাইট মারছে আর সামনে আসতেছে। আমি আর উঠে দাড়াতে পারছি না। শরিরে কোনো শক্তিই পাচ্ছি না।

।

হঠাৎ করে লাইট ওয়ালা লোকটা আমার সামনে চলে আসলো। এসে যা দেখলাম আর সে যা বললো তাতে আমি শর্ক খেলাম। কোনো কথাই মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না। চোখ দিয়ে শুধু পানি পরতে লাগলো। জীবনে এই প্রথম এতোটা ধোকা খেলাম ভাবতেও পারছি না।

আসলে যে লাইট মেরেছিলো সে তিখু। আর সে বলল,,,,,

তিখু: কি খবর মিঃ নীল মেহেরাজ মরার আগে যেনে যান কে এই লেডি কুইন।

আমি: তিখু তুমি এখানে তোমাকে বলেছিলাম এই জায়গাটা খুব ভয়ানক।

তিখু: হাহাহাহা আমিই লেডি কুইন আর আমাকে শিখাইতেছে কোন জায়গা ভয়ানক।

আমি: কিহহহহ।

তিখু: হুমমমম।

আমি: তার মানে তুমিই রাসেল কে মেরেছ তাই না।

তিখু: হুমমম। কেমন লাগে আপন কারো মরা মুখ দেখতে।

আমি: তুমি তো জানতে রাসেল আমার ভাইয়ের মতো ছিল। তাহলে

কেন ওকে মারলে।

তিথুঃএর একটাই কারন তুমি কেন নীশান কে মারলে। তুমি জানো
নিশান আমার ভাই হয়।

আমিঃ কিহহহহ।

তিথুঃ হুমমমমম।

আমিঃতুমি তো জানতে নিশান কি কাজ করতো।আর একটা কথা
তুমি জানো কেন আমি,,,,,

কার্লোঃ এই তুই(আমাকে বলল) চুপ থাক।আর তিথু আমার হাতে
সময় নেই। একে মেরে দেই কি বলো।

তিথুঃবাই বাই মিঃ নীল দাদা।

আমিঃ,,,,,,

(আর কিছু বলতে না দিয়ে আমাকে টাসস টাসস করে দুটো গুলি
করে দিলো।আর আমার নিখর দেহ টা মাটিতে লুটিয়ে পরলো।)

তিথুঃলাশটাকে নদিতে ফেলে দিতে বলো কার্লু।

কার্লোঃওকে ওকে।

।

শেষে শুধু এই কথাটা মনে পরলো।

আর আমিও জোরে করে একটা কথা বলে উঠলাম,,,,,,,,,যদি বেচে
থাকি আবার ফিরে আসবে এই মাফিয়া কিং।

..... mafia king will be back.....

।

আর এদিকে তিথু গান শুনতেছে.....

Tere jaane ka gham

Aur nah aane ka gham

Phir zamaane ka gham

Kya kareee?

Raah dekhe nazar
Rhat bhar jaag kar
Par teri toh khabar
Nah mile.....

Bhat aayi
Gayi yaadein
Magar is baar
Tum hi aana...

Iraade fir se
Jaane ke
Nahi laana
Tum hi aana

Meri dehleez
Se hokar
baharein jab
Guzarti hain

Yahaan ki dhoop
Kya sawaan
Hawaain bhi
Barasti hain

Hame poochho
Kya hota hai
Bina dil ke
Jiye jaana

Bhat aayi
Gayi yaadein
Magar is baar
Tum hi aana...

Koi toh rah
Wo hogi
Jo mere ghar
Ko aati hai
Karo peecha
Sadaon ka
Suno kya kehna
Chahti hai.....
Tum aaoge
Mujhe milne
Khabar yei bhi
Tum hi lana

Bhat aayi
Gayi yaadein
Magar is baar
Tum hi aana...
(समाप्त)